

২০৬১

(পাষাণী ।)

(গীতি-নাটিকা)

৮বিজেতলাল রায় প্রণীত ।

স্বরধাম, ২ নং নন্দকুমার চৌধুরীর দ্বিতীয় লেন,

কলিকাতা ।

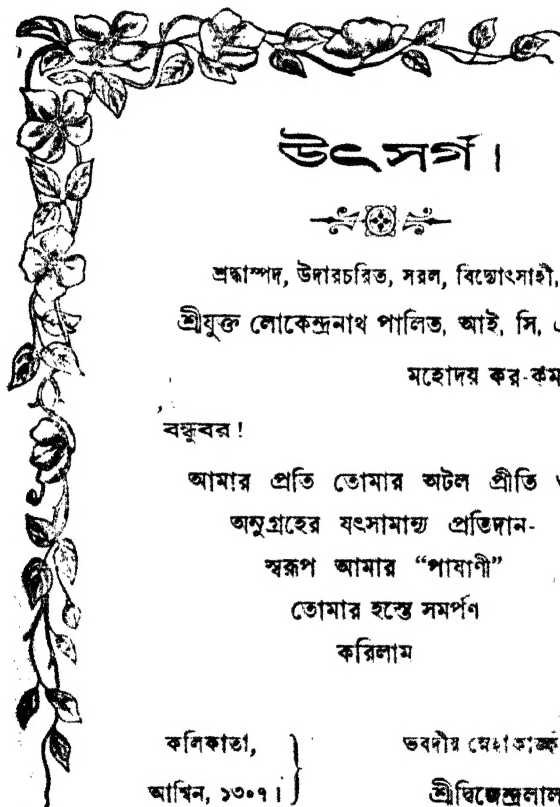
দ্বিতীয় সংস্করণ ।

[১৩২২]

মূল্য ৫০ বায় আনা বাজা।

কলিকাতা, ২০১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী হইতে
শ্রী গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত

কলিকাতা, ১২নং সিমলা ষ্ট্রীট,
এমারেন্ড্ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে
শ্রীবিহারীলাল নাথ কর্তৃক মুদ্রিত ।



উৎসর্গ ।



শ্রদ্ধাস্পদ, উদারচরিত, সরল, বিদ্যোৎসাহী,
শ্রীযুক্ত লোকেন্দ্রনাথ পালিত, আই, সি, এস
মহোদয় কর-কমলেষু—
বন্ধুবর !

আমার প্রতি তোমার অটল প্রীতি ও
অশ্রুগ্রহের যৎসামান্য প্রতিদান-
স্বরূপ আমার “পাযাগী”
তোমার হস্তে সমর্পণ
করিলাম

কলিকাতা,
আখিন, ১৩০৭ । }

ভবদীয় মেধাভাজনা
শ্রীবিজ্ঞেন্দ্রলাল রায় ।

নাটিকোল্লিখিত ব্যক্তিগণ ।

পুরুষ ।

মহর্ষি গৌতম ।

রাজর্ষি জনক ।

ব্রহ্মর্ষি বিশ্বামিত্র ।

মহারাজ দশরথ ।

শতানন্দ—গৌতমের পুত্র ।

চিরঞ্জীব—গৌতমের শিষ্য ।

ইন্দ্র ।

মদন ।

শ্রীরাম । শ্রীলক্ষণ । বশিষ্ঠ । বসন্ত ।

অস্ত্রাজ্ঞ দেবতাগণ, তাপস বালকগণ, ষোড়শগণ, পুরবাসিগণ, পুরো-
হিতগণ, ভৃত্য, দূত ইত্যাদি ।

স্ত্রী ।

অহল্যাদেবী—গৌতমের স্ত্রী ।

শচী—ইন্দ্রের স্ত্রী ।

রতি—মদনের স্ত্রী ।

মাধুরী—গৌতমের শিষ্যা ও চিরঞ্জীবের স্ত্রী ।

অস্ত্রাজ্ঞ দেবীগণ, তাপস বালিকাগণ ও পুরবাসিনীগণ ইত্যাদি ।



পাষণী ।

প্রথম অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য ।



স্থান—রাজর্ষি জনকের প্রাসাদ-কক্ষ । কাল—প্রভাত ।

[জনক ও বিশ্বামিত্র কক্ষ দিয়া চলিয়া যাইতেছিলেন]

বিশ্বামিত্র । রাজর্ষি জনক ! এই ব্রাহ্মণস্ব ? এত
করে দর্প বিপ্র জাতি এই সম্পদের ?
হেলায়, ইঙ্গিতে, আমি তুচ্ছ তপস্যায়
লভিয়াছি তাহা ; সম হেলায় তাহারে
বিনা কোভে অনারসে পথের কর্দমে
ছুড়ে ফেলে দিতে পারি ।

জনক ।

বিশ্বামিত্র ঋষি

করিও না অহঙ্কার ! লভিয়াছ যদি
ব্রাহ্মণস্ব তুমি, তাহা বিপ্রেয় বিনয়ে

প্রথম অঙ্ক ।]

পাষাণী ।

[দ্বিতীয় দৃশ্য ।

আপনার গুণে নহে ! জানিও তথাপি,—
যদিও ব্রাহ্মণ তুমি, তোমার আসন
ব্রহ্মণের বহু নিম্নে ।

বিশ্বামিত্র । প্রমাণ ?

জনক ।

“প্রমাণ” ?

যাও ঋষি এক দিন গৌতম-আশ্রমে
নদীর অপূর্ণ পারে ; পাইবে প্রমাণ !

বিশ্বামিত্র । মহর্ষি গৌতম ? পত্নী অহল্যা বাহার
অনিন্দ্যমুন্দরী ! গৃহী তাঁহার আসন
আমার উপরে ?

জনক ।

বহু উর্দ্ধে বহুবর !

দেখিও চাক্ষুষ ।

বিশ্বামিত্র । সত্য ? উত্তম ! দেখিব ।

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

স্থান—তপোবনাভ্যন্তরস্থ বন-বীথী । কাল—প্রভাত ।

[পরিব্রজমান তাপস বালকবালিকাগণ]

তাপস বালকবালিকাদিগের গীত ।

বনের তাপস মোরা থাকি বন ভবনে,

কান্তারে, প্রান্তরে, শ্যামপুষ্পিত উপবনে ।

প্রভাতে কোকিল পাখী, কুঞ্জবন মাঝে থাকি,

জাগায় মোদের চালি স্বরহুধা শ্রবণে ।

মধ্যাহ্নে তরুর ছায় বোসে থাকি, চাহিয়া,
 দেখি নদী বহে' যায় কুলুরবে গাহিয়া ;
 সায়াহ্নে প্রকৃতি আসি', অধরে মধুর হাসি',
 শুনান অমর গীত মৃদুমন্দ পবনে ।

চিরঞ্জীবের প্রবেশ ।

চিরঞ্জীব । এখানে কে আছি?

তাপস বালকবালিকাগণ । এই যে আমরা ।

চিরঞ্জীব । হঁঃ, তোরা ত ভারি লোক ! বাঃ—

[তাপস বালকবালিকাগণ বাইতে উদ্ভত]

চিরঞ্জীব । আচ্ছা দাঁড়া, তোদের দিগেই হবে । আরে শোন শোন ।

তাপস বালকবালিকাগণ । কি ?

চিরঞ্জীব । ওরে কি করি ব'লতে পারিস্ ? একটা বড় ধোকার
 পড়িছি ।

১ম তাপস বালক । কি ধোকা মহাশয় ?

চিরঞ্জীব । ধোকাটা হচ্ছে এই যে, খপাস্ ক'রে পড়ে, কি পোড়ে
 খপাস্ করে ?

২য় তাপস বালক । এ ত ভারি ধোকার কথা বটে ।

৩য় তাপস বালক । তা মহর্ষিকে জিজ্ঞাসা করেন না কেন ?

চিরঞ্জীব । ক'রেছিলাম ।

৩য় তাপস বালক । মহর্ষি কি বলেন ?

চিরঞ্জীব । মহর্ষি কিছুই বলেন না ।

২য় তাপস বালক । আর আপনি ?

চিরঞ্জীব । আমারো ঐ মত ।

৪র্থ তাপস বালক । তবে আর মীমাংসা হবে কি ক'রে ?

চিরঞ্জীব । ঐ ত গোল । দর্শন শাস্ত্রের কোন ব্যাপারেরই
মীমাংসা হয় না । ওরে তোরা একটা দর্শন শাস্ত্রের কথা শুনবি ?
তাপস বালকগণ । শুনি ।

চিরঞ্জীবের গীত ।

বাহবা দুনিয়া কি মজাদার রঙিন ।

দিনের পরে রাত্রির আসে, রেতের পরে দিন ॥

গ্রীষ্মকালে বেজায় গরম শীতকালেতে ঠাণ্ডা ;

একের পিঠে দুইয়ে বারো, দুই আর একে তিন ।

শিয়াল ডাকে হোয়া হোয়া আর গরু ডাকে হান্ধা,

হাতির উপর হাওদা আবার ঘোড়ার উপর জিন ।

২য় তাপস বালক । বাঃ এ ত ভারি দর্শনশাস্ত্র দেখছি !

চিরঞ্জীব । কেমন ! কথাগুলো ঠিক কি না ?

তাপস বালকগণ । খুব ঠিক, খুব ঠিক ।

চিরঞ্জীব । আমি ভেবে ভেবে বের ক'রেছি ।

৩য় তাপস বালক । বলেন কি ম'শয় ?

মহর্ষি বিশ্বামিত্রের প্রবেশ ।

বিশ্বামিত্র । [চিরঞ্জীবকে] এই কি মহর্ষি গোতমের তপোবন ?

চিরঞ্জীব । [বিশ্বামিত্রের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া] কি
রকম বোধ হয় ?

বিশ্বামিত্র । ঐটি কি মহর্ষির আশ্রম ?

চিরঞ্জীব । নয় ত কি ওটা তাড়ির দোকান ব'লে বোধ হ'চ্ছে ?

বিশ্বামিত্র । একটু সোজা ভাষায় উত্তর দিলেই বা ।

চিরঞ্জীব । নাই বা দিলাম ।

বিশ্বামিত্র । মহর্ষি কোথায় ?

চিরঞ্জীব । কেন সে খোঁজে তোমার প্রয়োজন কি বাপু !

বিশ্বামিত্র । প্রয়োজন আছে, তিনি এখন আশ্রমে আছেন কি ?

চিরঞ্জীব । না, তিনি বাঘ লীকার ক'র্ত্তে বেরিয়েছেন ।

বিশ্বামিত্র । তুমি ত ভারি মুখর ! কে তুমি ?

চিরঞ্জীব । তুমিই বা কে ?

বিশ্বামিত্র । আচ্ছা—মহর্ষি বিশ্বামিত্র ।

চিরঞ্জীব । আমি—অর্শী চিরঞ্জীব শর্মা ।

বিশ্বামিত্র । অর্শী কি রকম ?

চিরঞ্জীব । এই অর্শ হ'য়েছে । তার বেশী এখনো হয় নি । কিন্তু অর্শটা
বেরূপ অধিক মাত্রায় দাঁড়িয়েছে, তা'তে মহর্ষি হবার বড় বিলম্ব নাই ।

বিশ্বামিত্র । কি ? আমার সঙ্গে পরিহাস ?

চিরঞ্জীব । নাঃ, পরিহাস কর্তার সম্পর্কটা এখনো হয় নি ।

বিশ্বামিত্র । দেখো ! আমাকে দেখুছো ?

চিরঞ্জীব । দেখুছি বৈ কি ।

বিশ্বামিত্র । রকম দেখুছো ?

চিরঞ্জীব । একবারে নবকান্তিকটি । শরীরটি বর্তুলাকার ! মস্তকটি
লম্বা । বেশী ! মুখের রং দাড়ির সঙ্গে টকর দিয়ে চ'লেছে ।

বিশ্বামিত্র । দেখো ! আমার মনে ক্রমে ক্রোধের উদয় হ'চ্ছে ।

চিরঞ্জীব । তা নিজের ঐ রকম কেছা শুনে, ক্রোধের উদয় না
হ'লে ? উদয় হবে ?

বিশ্বামিত্র । অভিশাপ দিয়ে তোমাকে ভয় ক'রে দেবো না কি ?

চিরঞ্জীব । মুঠাঘাত দ্বারা তোমাকে তুলো ধুনে দেবো না কি ?

প্রথম অঙ্ক ।]

পাষাণী ।

[দ্বিতীয় দৃশ্য ।

বিশ্বামিত্র । নাঃ, ভয় ক'রেই দিতে হ'ল দেখছি । হর হর হর
হর হর [পরিক্রমণ]

চিরঞ্জীব । রাম রাম রাম রাম রাম [বিপরীত দিকে পরিক্রমণ]

বিশ্বামিত্র । রাম নাম ক'চ্ছিস্ যে ?

চিরঞ্জীব । রাম নাম ক'লে, শুনিছি ভূতের ভয় থাকে না ।

বিশ্বামিত্র । আমি কি ভূত নামাচ্ছি ?

চিরঞ্জীব । নয় ত কি বিয়ের মন্ত্র পড়'চ্ছিস্ ?

বিশ্বামিত্র । তুই অতি অক্সাটীন । যাঃ [গলে ধাক্কা দিলেন]

চিরঞ্জীব । বটে ! তবে আর না দেখি ।

[বিশ্বামিত্রকে প্রহার আরম্ভ]

গৌতমের প্রবেশ ।

গৌতম । এ কি চিরঞ্জীব ? এ কি ?

চিরঞ্জীব । [অপ্রস্তুত ভাবে] অ্যা এই মহর্ষির সাক্ষাৎ একটু কুন্তি
ক'চ্ছিলাম ।

গৌতম । [বিশ্বামিত্রকে] আপনি কে ?

বিশ্বামিত্র । আমি মহর্ষি বিশ্বামিত্র ।

চিরঞ্জীব । শুনলেন ম'শর ? মহর্ষির ঐ রকম হর ?
আজকাল সবাই মহর্ষি ?

বিশ্বামিত্র । আপনি কি গৌতম ঋষি ?

গৌতম । ভূত্যের নাম গৌতম ।

চিরঞ্জীব । এ্যা—“ভূতা” কি ?

গৌতম । চিরঞ্জীব ! ঐর পদগুলি লও ; ইনি একজন
ভেদাঙ্গী মহর্ষি ।

প্রথম অঙ্ক ।]

পাৰাণী ।

[তৃতীয় দৃশ্য ।

চিরঞ্জীব । এ্যা!—তাই নিয়েই ত ওঁর সঙ্গে আমার ঝগড়া ।

গৌতম । ইনি আপনার তেজোবলে মহর্ষি । আমি এঁর কাছে কীটাণুকীট । তুমি এঁর প্রতি অত্যন্ত রূঢ় ব্যবহার ক'রেছো । নত-জাহ্নু হ'রে মার্জ্জনা ভিক্ষা করে ।

চিরঞ্জীব । বলেন কি ? [বিশ্বামিত্রের ঘাড়ে হাত দিয়া কৌতুহলে তাঁহার আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বিশ্বামিত্রকে সন্দেহে ছ তিন চাপড় দিয়া] ম'শর কিছু মনে কর্বেন না । [প্রস্থান]

গৌতম । [বিশ্বামিত্রকে] মহর্ষি । ইনি আমার শিষ্য । এঁর ঘৃষ্টতা মার্জ্জনা কর্বেন । এঁর বিষয়ে পরে ব'ল'ব । আপাততঃ দয়া ক'রে আমার আশ্রমে চলুন । জানি না কোন্ পুণ্যবলে আজ প্রভাতে আপনার মত সাধুদর্শন হ'ল ।

বিশ্বামিত্র । [স্বগতঃ] এত বিনয়ী ? [প্রকাণ্ডে] চলুন । [নিষ্ক্রান্ত]

তৃতীয় দৃশ্য ।

স্থান—মহর্ষি গৌতমের তপোবন । কাল—মধ্যাহ্ন ।

[ভ্রাম্যমাণা অহল্যা]

অহল্যার গীত ।

আজি বিমল নিদ্রাঘ প্রভাতে,

কত গীতে, স্নগন্ধে, শোভাতে,

আহা যাইছে নিখিল ছাপিয়া ।

আজি স্নিগ্ধ মন্দ পবনে,

ঘন মধু কুণ্ড ভবনে,

মরি কি গান গাইছে পাগিয়া ।

আজি প্রভাতে কনক মহিমোজ্জ্বল
শাস্ত্র সুনীল গগন,
তার চরণে নিলীন মধুর ধরনী
কিরণমুগ্ধ মগন,
আজি কি ব্যথা উঠিছে জাগি' রে,
মম হৃদয় কাহার লাগি' রে,
যেন উঠিছে কাঁপিয়া কাঁপিয়া।

মাধুরীর প্রবেশ।

অহল্যা। এসেছিলাম এতক্ষণে ? ধন্য তোমার পূজা !
সুতক দ্বিপ্রহর দিবা। আর লো মাধুরি।
বসি গিয়া সুনীতল বটবৃক্ষতলে।

মাধুরী। চল, দেবি !

অহল্যা। আবার ও রূঢ় সঘে
“দেবি ?” আমি গুরুপত্নী বটে।
তথাপি আমার তুই চির প্রিয়
আর সখি, তুই দণ্ড নিস্তরু
কহিব প্রাণের কথা।
ছাপিয়া হৃদয়-পাত্রে ঘাইতে
নিরুচ্ছ প্রাণের ব্যথা।
বোস্ এইখানে। শোন!

মাধুরী। বল প্রিয়সখি ! [উপবেশন।

অহল্যা। বলিব। অপেক্ষা কর।
সকলি জানিস্ তুই—

প্রথম অঙ্ক ।]

পায়ালী ।

[তৃতীয় দৃশ্য ।

মাধুরী । কিছুই জানি না ।

অহল্যা । তবে শোন । মনে আছে, বিবাহ আমার
হইয়াছে কত দিন ?

মাধুরী । পঞ্চবর্ষ হবে ।

অহল্যা । সত্য । সখি আজি সেই বৈশাখী পূর্ণিমা ।
তখন ছিলাম দশবর্ষীয়া বালিকা,
আজি আমি পঞ্চদশবর্ষীয়া যুবতী ;
মনে পড়ে সেই দিন ! বুঝি নাই যবে
মর্ম বিবাহের । ভাবিতাম সঙ্গোপনে,
সার্থক হইবে জন্ম পুণ্য-পরিণয়ে ।
এত দিনে বুঝিয়াছি ভ্রম ।

মাধুরী ।

ভ্রম ! ভ্রম !

সার্থক নহে কি জন্ম তোমার স্তম্ভগে ?

সময় পতি

বু চেয়ে—

প, মাধুরী ।

পুষ্পমালা ;

ক পরশে

মনার ত্রততী

গাল ভুজে !

এ কোণের বেশ

অহল্যা ।

ব্যর্থ নহে

এ রূপ, এ ঘোবন, এ জীবন ?—জগৎ
 নীরস বিশ্বাস নহে ? কভু ভাবি মনে,
 ছিলাম না স্থিতি কী কোমর জীবনে
 এর চেয়ে ? আপনারি ছিলাম সজিনী ;
 পরাইতে নিজগলে গাঁথিতাম হার ।
 তুৰিতে আপন চিত্ত গাহিতাম গীত ।
 বেড়াতাম শৈল প্রান্তে, কাঙ্ক্ষারে, প্রান্তরে,
 মঞ্জু কুঞ্জে, নির্যরের শ্রাম উপকূলে ;
 বেড়াতাম কুড়াইরা পুষ্প রাশি রাশি ।
 দেখিতাম দেবী-মূর্তি স্বচ্ছ সরোবরে
 উকি মারি' । আসিলে বসন্ত কুহরিয়া
 নাহি শিহরিত দেহ । মনের উল্লাসে
 তুলিতাম চম্পকের কিশোর মুকূলে—
 নিম্প্রভ যেন সে মোর অঙ্গুলি পরশে ।
 প্রচণ্ড নিদ্রাঘে ঘুরি ঘনবনচ্ছায়ে
 কত স্থখে খাইতাম বনফল পাড়ি' ।
 ভৎসিতেন পিতা মোরে—“এত মধুরাশি
 গৃহভরা, কোথা বাস কুড়াইতে কলে ?”
 উড়াইত কৃককেশ বর্ষার শীতল-
 দিম্ব মল্ল বায়ু ; মুগ্ধা চাহিতাম তাহে
 ফিরাইয়ে বক্র আঁধি ; চাহিতাম পরে
 কৃকমেঘে, দেখিতাম তবু সে ধূসর ।
 —মধুর শৈশবকাল ! [দীর্ঘ নিশ্বাস]

মাধুরী ।

এ কি চিন্তা সখি !

মহর্ষি গৌতম-পত্নী তুমি ভাগ্যবতী
যে গৌতম ধর্মে, জ্ঞানে, বিদ্যায়, বিভবে,
তত উর্দ্ধে অস্ত্র নর হ'তে, উর্দ্ধে যত
নক্ষত্র খণ্ডোত হ'তে ।

অহল্যা ।

বলিতে পারি না,

তিনি জ্ঞানী, তিনি শাস্ত্রবিশারদ, তিনি
ধার্মিক মাধুরি ! কিন্তু রমণীহৃদয়
তার প্রার্থী নহে সখি ! থাক্ কাজ নাই
নিফল বিলাপে আর । বুঝিবি না তুই ।
অথবা কি ফল অমৃতাপে ? [স্মদীর্ঘ নিঃশ্বাস] নাহি জানি
কেন আজি হৃদয় কাতর ; কেন আজি
ডাকিয়াছি তোরে আমি শুনাতে প্রাণের
নিহিত বেদনা । থাক্ ।—দেখ্‌লো মাধুরি
শুকারে গিয়াছে এই যুধিকার হার,
নব হার দে না গাঁথি' । দে না ভাল ক'রে
বাঁধি' এ দক্ষিণ করে ব্রততী-বলয়,—
যেতেছে খুলিয়া ।

মাধুরী ।

এস আরো কাছে এস !

কেন দেবি এত বেশভূষা ? অতৃপ্ততা
তুমি প্রিয়সখি সব চেয়ে মুগ্ধকরী
জানো না কি তাহা ? পদপতে কোন্‌ যুগ
রঞ্জে বর্ণ তুলিকায় ? বিদ্যাং আলোকে
কে দেখায় বাতি দিয়া ?

অহল্যা । [দীর্ঘনিশ্বাসসহ] হায় প্রিয়সখি !

শতানন্দের প্রবেশ ।

শতানন্দ । মা ! মা !

অহল্যা । কি বৎস ?

শতানন্দ । দাদা আমাকে মেরেছে । দিদি, দাদা আমাকে কেবল মারে কেন ?

মাধুরী । দাদা ভারি দুষ্ট । তুমি তার কাছে যেও না ।

অহল্যা । তুই বুঝি দুষ্টমি করিছিলি ?

শতানন্দ । না । আমি ব'ললাম দাদা সন্দেহ খাবি ? অমনি দাদা ঠাস্ ক'রে আমাকে চড় মাল্লো ।

অহল্যা । [সহাস্তে] বেশ মিথ্যে কথা শিখ্ছিচ্ছ ।

মাধুরী । কোন্ জায়গায় মেরেছে ? এস হুঁ দিবে দি ।

শতানন্দ । এই জায়গায় মেরেছে, এই জায়গায় মেরেছে, এই জায়গায় মেরেছে [এইরূপ বলিয়া বহু স্থান নির্দেশ করিল]

মাধুরী । এস হাত বুলিয়ে দিচ্ছি । [কথাবৎ কার্য্য]

গীত ।

আপন মনে কি যে বলে, আপন মনে কি যে গায় ।

আপন মনে হেসে হেসে, ঢোলে ঢোলে চ'লে যায় ॥

হাসিতে তার মাণিক ছড়ায়, অশ্রুতে তার মুক্তা গড়ায়,

নয়নকোণে অশ্রুকণা দেখলে কি আর থাকা যায় ।

আদর ক'রে সোহাগ ভরে বুকেরপরে নিই গো তায় ॥

শতানন্দ । মা, বাবা কোথায় ?

অহল্যা । আমি জানি না । তিনি কোথায় জানিস মাধুরি ?

আদেশে ? কুপের মত খনন করিয়া
 স্তূলিতে হয় কি তারে ? না মাধুরি, প্রেম
 গৈরিক উৎসের মত পাষণ ভেদিয়া
 আপনি নিঃসৃত হয় ! [সদৌর্ঘ নিঃশ্বাস] চল্ গৃহে যাই ।

[নিষ্ক্রান্ত]

চতুর্থ দৃশ্য ।

স্থান—গৌতমের আশ্রমের বহির্ভাগ । কাল—মধ্যাহ্ন ।

[বিখ্যামিত্র ও চিরঞ্জীব আসীন]

বিখ্যামিত্র । বড়ই কৌতুককর তোমার কাহিনী ।
 চিরঞ্জীব । বড়ই কৌতুককর ! ভাবিলাম, ঋষি
 আসিতেছে জনকের প্রাসাদ হইতে,
 এবং, কিছু হস্তে আছে । পরে ঋষি যবে
 গাত্ৰ হ'তে খুলি' পট্ট উত্তরীয়খানি,
 রাজ্যের উপহৃত স্বর্ণ কমণ্ডলু,
 বস্ত্র দুটি দিল নিঃসঙ্কোচে, হস্তমুখে,
 ভূমিপৃষ্ঠশায়ী নিঃসহায় শত্রু করে—
 অবাক্—মহর্ষি—আমি অবাক্ বিস্ময়ে !

বিখ্যামিত্র । কাহার আঘাতে তুমি পড়িলে ভূতলে ?

চিরঞ্জীব । রাজ-প্রহরীর । মহর্ষির পিছে পিছে
 আসিতেছিল সে ভৃত্য গোপনে, অজ্ঞাতে ।
 না জানিত ঋষি তাহা, আমিও তাহাকে
 লক্ষ্য করি নাই । পরে যবে মহর্ষির

গলদেশ ধরিয়াছি সবলে, অমনি
 প্রহরীর কবাঘাতে ঝলিত চরণে
 আমি ত 'পপাত' ! ভূতা আসিয়া বসিল
 পৃষ্ঠোপরি যেন অশ্বাসনে । পরিশেষে
 মহর্ষি দয়াদ্রিকঠে কহিল তাহারে
 "ছেড়ে দাও ; মুক্ত কর দম্বারে প্রহরী ।"
 ছাড়িয়া দিল সে । ঋষি উন্মুক্ত করিয়া
 পট্ট উত্তরীয়, আর স্বর্ণ কমণ্ডলু,
 দিল অনারাসে মম হস্তে সেই কণে ।
 কহিল গোতম পরে "দম্বা আরো যদি
 থাকিত আমার, আরো দিতাম । হুল'ভ
 স্বর্ণ, কিন্তু মুখ অতি মূল্য সহজ ।
 তাহা যদি চাও দিব প্রচুর । আসিও
 আমার আশ্রমে বন্ধু"—সে গদগদস্বরে
 অপারকরণানিষ্টপ্রেমার্জ্জভাষায়
 মানিলাম পরাজয় । সেই দিন হ'তে
 মহর্ষির শিষ্য আমি । এমন নির্যোধ
 বানাইয়া দিল ঋষি । সেই দিন হ'তে
 নিজ্জীব হইয়া আছি আমি তপোবনে
 শীতে ভুজঙ্গের মত । তথাপি কখন,
 হৃদয়ে আগিয়া উঠে অসতর্ক কণে,
 সে পাপ প্রবৃত্তি । ইচ্ছা করে সন্ধ্যোপনে,
 মহর্ষির গলশিরা রক্ত করি' তারে
 পাঠাই শয়নালয়ে, যদিও তাহাতে

বিন্দুমাত্র লাভ নাই, বেহেতু গৌতম
একান্ত দরিদ্র, ঋষি !—অতি নিঃস্বল ।

বিখ্যামিত্র । আর ওই যুবতীটি । উনি কে ?

চিরঞ্জীব । মাধুরী ।

তাহার কাহিনী সত্য, কি বলিব ঋষি !

বিষম কোতুককর । শুনিবেন ?

বিখ্যামিত্র । শুনি ।

চিরঞ্জীব । মিথিলার সর্বশ্রেষ্ঠ ছিল বারাজনা

এ নারী ; একদা কুহকিনী কি কুক্ষণে,

কুচক্রীর চক্রান্তে পড়িয়া মহর্ষির

রোধিল সরলবস্ত্র রূপের প্রভায়,

কলকণ্ঠে, শুভ্রহাস্তে, সুবাস নিঃশ্বাসে ।

নিষ্ফল প্রয়াস ।—নারী পড়িয়া ঋষির

চরিত্র আবর্তে, ছাড়ি' বেত্রাবৃত্তি, ছাড়ি'

হস্ত্য অলঙ্কার, শত সহস্র প্রণয়ী,

হইল ঋষির শিষ্যা । শেষে এক দিন,

আমি যে কুৎসিত ভীষ্ম বীভৎস আকার,

আমারে মাধুরী আসি' করিল বরণ,

কি জানি কি মনে করি' । মহর্ষি ! সে দিন,

সমস্ত দিবস ধরি ক্রমাগত আমি

করিলাম অষ্ট হস্ত—মিলিয়াছে ভাল,—

চৌর পত্নী বারাজনা । সেই দিন হ'তে,

মাধুরী আমার পত্নী, আমি তার স্বামী ।

বিখ্যামিত্র । গৌতমের বিবাহের পূর্বে এ ঘটনা ?

চিরঞ্জীব । তার বহুপূর্বেরে ।—ঋষিবর ! এই দিকে
আসিছেন সঙ্গীক গোতম ।

বিশ্বামিত্র । সত্য বটে ।

গোতম ও অহল্যার প্রবেশ ।

গোতম । মহর্ষি চরণসেবা করিতে এসেছি
আজ্ঞা কর !

বিশ্বামিত্র । অস্ত্র কিছু চাহি না গোতম !—
বড়ই নিস্তরক, শান্ত, পবিত্র, সুন্দর,
আশ্রম তোমার । কিন্তু একান্ত নির্জন ।
চিরদিন ভাল লাগে বন্ধুবর ?

গোতম । লাগে ।

আজন্ম মধুর এই নির্জন আশ্রম,
মিশ্রিত আমার এই জীবনের সনে ।
জানো না মহর্ষি প্রতি বৃক্ষে, প্রতি পথে,
প্রতি শিলাখণ্ডে, কত নিহিত কাহিনী ।

বিশ্বামিত্র । ভাল নাহি লাগে পুরী, প্রাসাদ, তোরণ,
রথ, গজ, বাজী, পণ্য বীথিকা সুন্দর ?

গোতম । না সখে,—ভাহার চেয়ে ভাল লাগে—ভ্রাম
প্রান্তর, মঞ্জুল বন, বিহঙ্গ, নির্ঝর ।

বিশ্বামিত্র । [অহল্যার প্রতি] তোমারো কি তাই দেখি ?

অহল্যা । ভর্তার ইচ্ছার

ভাষ্যার সম্মতি ।

বিশ্বামিত্র । সত্য ! আমি ভালবাসি

আশ্রম হইতে কভু প্রাসাদে বসতি ।
 জীবন বৈচিত্র্য বিনা একান্ত নীরস ।
 গৌতম । তোমার সকলি প্রভু অসাধ্য সাধনা ।
 কখন নিরত দীর্ঘ তপস্তায় । কভু
 মিশি জনশ্রোতে সাধো পরহিতব্রত
 সে তপস্তাবলে ! আর আমি আশ্রম পর
 করি স্বীয় সুখচিন্তা । কি আর বলিব
 কত লিখিলাম বন্ধু তোমার নিকটে ।
 ধন্ত বিশ্বামিত্র তব তপস্তা মহিমা !

চিরঞ্জীব । ধন্ত বটে ! কে জানিত ঘন লোমাবৃত
 এ কৃষ্ণচর্মে নীচে এত বড় ঋষি ।

বিশ্বামিত্র । [গৌতমকে] একান্ত দরিদ্র তুমি ?

গৌতম । একান্ত দরিদ্র ।

বিশ্বামিত্র । জানো রাজা দশরথে ?

গৌতম । শুনিয়াছি নাম ।

বিশ্বামিত্র । তাঁহার প্রাসাদে মম নিত্য গতিবিধি—
 আমার সহিত চল সে অযোধ্যাধামে ।

গৌতম । কেন ?

বিশ্বামিত্র । দিব রত্নরাশি ।

গৌতম । রত্ন ? কি করিব ?

বিশ্বামিত্র । নিতান্ত নির্যাস তুমি ! ঘন রত্ন দিয়া
 হুল্লভ সুবাস খাত্ত, মহার্ঘভূষণ,
 রম্য উপবন, হর্ষ্য, কাম্য বারাজনা
 ক্রয় করা যায় ।

প্রথম অঙ্ক ।]

পাবলী ।

[চতুর্থ দৃশ্য

গৌতম ।

তাঁহা চাহি না । নির্জনে

সামান্য আয়াসলব্ধ বস্ত্র ফল মূলে
পরিপুষ্ট হয় দেহ । পরিধান করি
অজিন বস্ত্রল যাহা পাই । অমুপমা
অকুমারী সাক্ষী পত্নী অহল্যা । জীবনে
কিছুরি অভাব নাই । ধন রত্নরাশি
কি করিব আমি ?

বিশ্বামিত্র । [স্বগতঃ] এত নির্লোভ ব্রাহ্মণ ?

অথবা অতুলরূপলাবণ্য সুন্দরী
বাছিয়া ল'য়েছে, তাই এত উদাসীন
বাহু সম্পত্তির প্রতি ? কি অভাব তার
যার গৃহে হেন পত্নী ?

চিরঞ্জীব ।

তাকাইছে দেখ

প্রভুগত্নী পানে ;—যেন একপি ইহাকে
ভক্ষণ করিতে ইচ্ছা,—ও ব্যাদান দিয়া
প্রেরণ করিতে তারে সন্দেশের মত
বিপুল উদর গর্ভে ।

বিশ্বামিত্র । [অহল্যাকে] চাহ না বাক্যবি

স্বর্ণ অলঙ্কার, মণি মুক্তা,—সাজাইতে
ও সুগৌর বরবপু ? কাকিন বলয়
খচিত হীরকে ? স্বর্ণমুকুট ললাটে ?
রজত নুপুর ? মণিখচিত কেয়ুর ?
মুক্তাহার ভূষকর্থে ?

চিরঞ্জীব ।

কথা কয় ণবি,

কেন মিথ্যা রোপিতেছ কলহঅঙ্কুর
দম্পতীর মধ্যে, দিয়া সমক্ষে পত্নীর,
অপ্রাপ্য মহার্ঘ রত্ন গহনার, হেন
সুদীর্ঘ তালিকা !

গৌতম ।

চল যাই বন্ধুবর

আশ্রম ভিতরে । তপ্ত উড়িতেছে ধূলি ।

বিশ্বামিত্র । হাঁ মহাবি, চল [অহল্যাকে] চল বান্ধবি ! উত্তম !

[স্বগত] পরীক্ষা করিতে হবে এ পত্নী-বিয়োগ,

সহিতে সক্ষম কি না গৌতম ।

[উভয়ে নিজাক্ষ]

চিরঞ্জীব । [পশ্চাৎ যাইতে যাইতে] হঁ চল

চিরঞ্জীব অনাহুত ।—এত বড় ঋষি

এ কৃষ্ণচর্ম্মের নীচে ?—আশ্চর্য্য ! অসুত !!!

[প্রস্থান]

পঞ্চম দৃশ্য ।

স্থান—তপোবনের প্রান্তভাগ । কাল—মধ্যাহ্ন ।

তাপস বালকদ্বয় ।

১ম তাপস বালক । এ বিশ্বামিত্র ঋষিটা শুদ্ধি তারি তেজস্বী ।

২য় তাপস বালক । কি রকম ?

১ম তাপস বালক । ও ছিল একটা কত্রির রাজা । তপোবলে
ব্রহ্মবিদ্য লাভ করেছে ।

২য় তাপস বালক । রেখে দাও তোমার ব্রহ্মবিদ্য । ওকে দেখে ত
আমার ভক্তি হয় না ।

প্রথম অঙ্ক ।]

পাবানী ।

[প্রথম দৃশ্য ।

১ম তাপস বালক । আমাদের না হোক, আমাদের মহর্ষি ত এঁর গুণে মুগ্ধ ! ইনি শুনুছি বিশ্বামিত্রের তপোবলের কথা শুনে তপস্ত্যার জন্ত প্রবাসে যাচ্ছেন ।

২য় তাপস বালক । সত্যি না কি ?

অপর এক তাপস বালকের প্রবেশ ।

৩য় তাপস বালক । ওহে চিরঞ্জীবের ভারি মজা হ'য়েছে ।

২য় তাপস বালক । কি রকম ?

৩য় তাপস বালক । কি একটা খেয়ে আবোল তাবোল বকছে ।

ঐ যে এই দিকেই আসছে ।

চিরঞ্জীবের প্রবেশ ।

চিরঞ্জীব । বাঃ বাঃ বিশ্বামিত্র ঋষির পেটে এত গুণ ! কি সোমরসই বানিয়েছে বাবা ! আমাদের মহর্ষিটা নেহাইৎ মুর্থ !

১ম তাপস বালক । সে কি ম'শয় ?

চিরঞ্জীব । আরে ভাই, বিশ্বামিত্র সোমরস বানিয়ে তাকে দিলে, তবু বেটা খেলে না । আরে সোমরসই যদি না খাবি ত মহর্ষি হ'তে গেলি কেন ? ওরে আমি বিশ্বামিত্রের শিষ্য হব ।

২য় তাপস বালক । বলেন কি ঠাকুর ?

চিরঞ্জীব । হাঁ—হব ! তবে একটা কথা, যে ঋষিটা দর্শন শাস্ত্র জানে না । ঐ দর্শন শাস্ত্রটার ওপর আমার ভারি ঝোক ।

৩য় তাপস । বটে !

চিরঞ্জীব । শুনে, একটা দর্শন শাস্ত্রের কথা শুনি ?

৩য় তাপস । তনি ।

চিরঞ্জীব ।

শীত ।

ভূচর খেচর এবং জলচর, দেব দৈত্য গন্ধর্ব্ব কিম্বর,
ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু অগ্নি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর ।
মাতঙ্গ কুরঙ্গ পন্নগ উরঙ্গ ভুজঙ্গ শতঙ্গ বিহঙ্গ তুরঙ্গ,
ভূত প্রেত ব্রহ্মদৈত্য যক্ষ রক্ষ পিশাচ নর ।
যে আছে যেখানে, তুলে দুটি কাণে, শোন এই গানে,
কিস্ত তার মানে, কি হোল কে জানে—
ঘোরে জগৎ চরকার সমান, মত্ত খেলেই সত্ত প্রমাণ,
এইটে নিয়ে কেন সবাই ভেবে মরে ভয়ঙ্কর ।

চতুর্থ তাপস বালকের প্রবেশ ।

৪র্থ তাপস । এ কি চিরঞ্জীব ঠাকুর, এ রকম যে ?

১ম তাপস । চিরঞ্জীব ঠাকুর একটু র'ঙে আছেন ।

২য় তাপস । ওঁর অঙ্গভঙ্গী যদি এতক্ষণ দেখতে !

৩য় তাপস । আর যে গান গাইলেন !

চিরঞ্জীব । তোরা ভারি গোল ক'চ্ছিস্ । তাকিয়ে দেখ্ !

৩য় তাপস । কি দেখ্‌বো মহাশয় ?

চিরঞ্জীব । দেখ্—আমি শরীরে স্বর্গে উঠছি । বিশ্বামিত্র ঋষি ব'লে যে, “এই সোমরস পান ক'লে শরীরে স্বর্গে যাওয়া যায়—একটু খাবে চিরঞ্জীব ?” আমি ব'ললাম “কৈ দাও দেখি ; কিন্তু বিশ্বামিত্র ঋষি, তোমার আমার স্বর্গে যেতে হ'লে শরীরে না গিয়ে পথে শরীরটা বদলে গেলে লাভ তির লোকসান নেই ; এ চেহারায় স্বর্গে গিয়ে যে কোন সুবিধা হবে তা তো বোধ হয় না ;”—বোলে ত খেলায় । যে যাওয়া, ২২]

প্রথম অঙ্ক ।

পাহাণী ।

[পঞ্চম দৃশ্য ।

সেই মাইরি ভাই—চেন্টা পৃথিবী গোল দেখালো, আকাশটা চোঁচিরে
হাস্তে হুক কোরে দিলে, পাতালটা পরী সঙ্গে নাচতে লাগলো,
আর আমি সশরীরে স্বর্গে উঠতে লাগলাম ।

২য় তাপস । বটে ! তা হ'লে অবস্থাটা শক্তি বলতে হবে ।

চিরঞ্জীব । শক্তি নয় দাদা 'রক্তি' । বলিহারি সোমরস ! দেখ'ছিস্
তোরা ?

৩য় তাপস । কি দেখ'বো ম'শর ?

চিরঞ্জীব । [মদিরা পাত্র দেখাইয়া] কি রূপ !—কি স্বচ্ছ ! কি
তরল ! কি সফেন ! মরি মরি ! ওরে তোরা একটু একটু খাবি ?

১ম তাপস । আজ্ঞে না ।

চিরঞ্জীব । একটু দেখ'না চেকে । ইতে কটু তিক্ত অন্ন মধুর
কষার সব রকম রসই আছে ।

২য় তাপস । না ম'শর ।

চিরঞ্জীব । খেতিস্ যদি বেশ ক'তিস্ ।

৩য় তাপস । না ঠাকুর ।

৪র্থ তাপস । তুমি ওটুকু খেয়ে ফেল । দেখি কি রকম চং বদলার ।

চিরঞ্জীব । হ' ! বেটারা মনে মনে হাস'ছিস্ বোধ হ'চ্ছে ।

[তাপস বাণকদিগের হাস্য]

চিরঞ্জীব । এই যে প্রকান্তেই হেসে ফেলি ।

চিরঞ্জীবের গীত ।

আমি বুঝি সং ?

তোমরা যে সব হাস'ছো দেখে আমার বেজায় নতুন চং ।

ভাব'ছো আমার টল'ছে পা ?—মিথ্যে কথা—মোটাই না,—

[২৩

(শুধু) ফেলছি চরণ নতুন ধরণ, বাহির ক'ছি রং বেরং ।

আবোল তাবোল বকছি আমি কি ?

ইচ্ছে কোরে শুদ্ধভাষা শুছিয়ে বলছি নি,—

বোসে রৈলাম হোয়ে গৌ, (কোচ্ছে মাথা ভোর-র-ভৌ)

তোমরা যত হাসছো তত হ'ছি আমি রেগে টং ।

[উগ্রভাবাপন্ন]

১ম তাপস বালক । মায়ে রে—

২য় তাপস বালক । খেলে বুঝি—

[তাপস বালকদ্বিগের

৩য় তাপস বালক । পালা পালা—

পলায়ন]

৪র্থ তাপস বালক । ওরে বাবারে—

চিরঞ্জীব । যা বেটারা নরকে পোচে থাক্‌বি । [পুনরায় গীত]

ফেলছি চরণ নতুন ধরণ, বাহির ক'ছি রং বেরং ।

মাধুরীর প্রবেশ ।

মাধুরী । এ কি প্রভু ?

চিরঞ্জীব । [হতাশ ভাবে] যাঃ—নেশা ছুটে গেল ! আর সশরীরে

অর্গে বাওয়া হোল না । তুই এ সময় এলি কেন ?

মাধুরী । মদ খেয়েছো ?

চিরঞ্জীব । মদ কি রে ? সোমরস—অন্নং বিশ্বামিত্রের তৈরি ।

মাধুরী । অন্নং বিশ্বকর্মার তৈরি হ'লেও ও মদ ।

চিরঞ্জীব । আচ্ছা না হয় মদ—হোলেই বা মদ ।

মাধুরী । ছিঃ মদ খেয়ো না প্রভু । মহর্ষি গৌতম ত খান না ।

চিরঞ্জীব । মহর্ষি গৌতম একটা তণ্ড, বড়, গড়বুধ । আমি এখন

প্রথম অঙ্ক ।]

পাৰ্বতী ।

। [বঠ দৃষ্ট ।

তাকে পেলে বেশ ছ'খা দিয়ে দি ! আর তাকে যখন পাওরা বাজে
তখন তার বদলে এই তোকেই [প্রহার] ছ'খা দি । [প্রহার]

মাধুরী । আর না, আর না, তোমার পায়ে পড়ি ।

বিশ্বামিত্রের প্রবেশ ।

বিশ্বামিত্র । চিরঞ্জীব ! ছিঃ !

চিরঞ্জীব । “ছিঃ” কি ?

বিশ্বামিত্র । লজ্জার কথা !

চিরঞ্জীব । কি “লজ্জার কথা ?”

বিশ্বামিত্র । নিজের জীকে মারছে ।

চিরঞ্জীব । নিজের জীকে মার্স না ত কি পরের জীকে মার্তে হবে ?

বিশ্বামিত্র । জীলোকের গারে হাত ? ছিঃ ছিঃ !

চিরঞ্জীব । এ জীলোক নয়—এ পুরুষের বাবা !

বিশ্বামিত্র । কেন ? তোমার জীর অপরাধ কি ?

চিরঞ্জীব । সে খোঁজে তোমার দরকার কি ? দেখ বিশ্বামিত্র ঋষি,
তুমি ব্রহ্মবিই হও, আর দেববিই হও, যদি এ রকম বেমত্ব রকম
পতিপত্নীর মধ্যে এসে তাদের ভাব্য দাম্পত্যকলহে বাধা দাও ত এই—
দেখুছো—

[একধণ্ড তম্ব বৃক্ষশাখা কুড়াইয়া লইয়া ঘুরাইতে লাগিল ও সঙ্গে সঙ্গে
হকার করিতে লাগিল]

গৌতমের প্রবেশ ।

গৌতম । এ কি চিরঞ্জীব ?

চিরঞ্জীব । এঁ—এঁ—তাইত—

বিশ্বামিত্র । চিরঞ্জীব সোমরস পান কোরে একটু বেতসিৎ হ'য়েছে ।

চিরঞ্জীব । এঁটা—তা—সে সোমরস, আমি বিশ্বামিত্রেরই তৈরি ।

গৌতম । মাধুরি । কীদুছো যে ?

বিশ্বামিত্র । চিরঞ্জীব একে গুরুতর আঘাত ক'রেছে ।

চিরঞ্জীব । ক'রিছি না কি ? সে কার দোষ ? আপনিই ত আমাকে সেধে সেধে খাওয়ালেন । আমি কোনমতেই খাবো না—তা ক্রমাগত—“চিরঞ্জীব খাবি ? চিরঞ্জীব খাবি ?” আমি কতকণ টিকে থাকুবো ? রক্তমাংসের শরীর ত !

বিশ্বামিত্র । আমি পরক ক'ছিলাম তোমার মনের বল কতদূর ।

চিরঞ্জীব । কেন ? সেটা না জানলে কি আপনার ঘুম হ'ছিল না ?

গৌতম । চিরঞ্জীব ! শপথ কর যে আর কখন মদিরা সেবন ক'র্বে না ।

চিরঞ্জীব । এঁটা—স্বয়ং বিশ্বামিত্র যখন খান—

গৌতম । মহর্ষি বিশ্বামিত্রের যা শোভা পায় তোমার তা পায় না । আবর্জনা অগ্নির গায়ে লাগে না, কিন্তু তাতে জল পড়িল হয় । শপথ কর এ কাজ আর ক'র্বে না ।

চিরঞ্জীব । এঁটা—তা—বেশ—তবে তাই ।

[প্রস্থান]

গৌতম । মাধুরি ! আমি প্রবাসে চ'লাম । তোমার গুরুপত্নীকে দেখো ।

মাধুরী । আমি প্রাণপণে তাঁর সেবা ক'র্ক । কবে ফিরবেন ?

গৌতম । ঠিক নাই । সম্ভবতঃ বর্ষকাল পরে । আমি এখন তোমার গুরুপত্নীর কাছে বিদায় নিয়ে আসি । [বিশ্বামিত্রকে] বন্ধু বর, প্রস্তুত হোন, আমি শীঘ্র আসছি ।

[সকলের ভিন্নদিকে প্রস্থান]

ষষ্ঠ দৃশ্য ।

হান—ভগবানের প্রান্তভাগ । কাল—প্রভাত ।

অহল্যা একাকিনী ।

অহল্যার গীত ।

হীরা কি আঁধারে জ্বলে, হিমে কি ফুল ফোটে হায় !

অবহেলা অনাদরে প্রেম লো শুকায়ে যায় ।

গুণীর পরশ বিনা, গানে কি শিহরে বীণা ?

কুহরে কোকিল কি লো, বিনা সে মলয় বায় ?

নিরাশা, বিয়োগ, ভয়, প্রেমের মরণ নয়,—

বাঁচে না শুধু সে ঘৃণা অবহেলা যাতনায় ।

গৌতমের প্রবেশ ।

গৌতম । অহল্যা !

অহল্যা । [চমকিয়া] কে ? এ কি শ্রু ! এ বেশে ? এখানে ?

গৌতম । আসিয়াছি প্রিয়তমে বিদায় লইতে ।

অহল্যা । বিদায় লইতে ?—বটে—বুঝেছি । উত্তম ।

—তবু, কোথা যাইতেছ ?

গৌতম । সূদূর প্রবাসে ।

অহল্যা । কেন ?

গৌতম । তপস্তায় রত রহিব প্রেরসি ।

অহল্যা । তপস্তা ? কাহার ? কেন আলয়ে বসিয়া

হর না তপস্তা ?

গৌতম ।

শত সহস্রবন্ধনে

যারার অড়িত, নিত্য সংসার চিহ্নায়

জর্জরিত গৃহাশ্রমে ;—তাই প্রিয়তমে
একাকী নির্জনে দূরে—পশে না যেখানে
মহুঘোর কণ্ঠধ্বনি—নিস্তরু নিভূতে
করিব তপত্যাচর্যা ।

অহল্যা । যাও ।

গৌতম । দাও প্রিয়ে
বিদায় প্রসন্ন মনে ।

অহল্যা । তুনি, কার কাছে—
আমারে রাখিয়া যাবে ?

গৌতম । সতী সাধবী রহে,
পতিস্মৃতি ধ্যান করি' ।

অহল্যা । প্রভু, ধ্যান করি'
মিটে না আকাজকা । হায় মিটে কি পিপাসা
পুকরের চিত্রপটে ! হা নিশ্চয় জাতি !
কঠিন পুরুষ !—নিতা, বিরোগে, মিলনে,
আমরা করিব ধ্যান তোমাদের স্মৃতি ;
তোমরা যখন ইচ্ছা আসিবে বাইবে,—
স্বাধীন তরঙ্গসম সহিকু-সৈকতে ।
কেন আসো ? ধ্যান করি' রমণীর রূপ
পারো না থাকিতে দূরে ? জীর্ণ দেহ যবে,
বর্জিকোর শেষ নশা, বাছিয়া তথাপি
কেন লও পল্লবিত তরু ক্রোড় হ'তে
ফুটন্ত কুসুম কলি ?—সে নাচে, সে হাসে,
সে বর্জিত হয় মাতৃস্বর্গের পানে ।

দেখিয়াই নাহি সুখী হও স্বার্থপর
কি হেতু ?

গোতম । অহল্যা ! বিপ্র আমি । চিরদিন
রহিব কি প্রেমসীর অঞ্চল ধরিয়া
বিপ্রে'র কর্তব্য ভুলি ?

অহল্যা । [উঠিয়া] যদি না থাকিবে,
বিবাহ করিলে কেন ? বাঁধিলে আমার
কৈশোর, তোমার শীর্ণ বার্দ্ধক্যের সনে ?
দেখ চাহি এই মুখ পানে—এই নব
উদ্ভিন্ন যৌবন, এই উজ্জ্বলিত রূপ,
অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা, এই উদ্বেল হৃদয় ;—
দেখিছ ?—বাঁধিলে কেন নব সুকোমল
কুসুমিত পল্লবিত শ্রামল বনরী
নীরস বিস্তক বৃক্ষকাণ্ডে ? [ক্রন্দন]
চিরঞ্জীবের প্রবেশ ।

চিরঞ্জীব । [অগত] ঠিক তাই—
যাহা ভাবিয়াছি । জানি ঘটাবে বিলাট
ওই লোমায়ুত কবি । [প্রকাশ্যে] মহর্ষি ! দীড়ারে
বহির্দ্বারে বিধামিত্র কবি, মহর্ষির
অপেক্ষার—প্রস্তুত ।

গোতম । প্রেমসী তবে বাই ।

অহল্যা । তুমি যাও, তুমি থাকো—একই কথা প্রভু
অহল্যার । তোমার হৃদয়ে নাই মেহ !
তোমার অধরে নাই সুখ ! তপস্কার—

শুধু কর্তব্যের ভক্ত তোমার জীবন ;
আমার জীবন চাহে সম্ভোগ । তোমার
জীবনের ব্রত পূণ্য সঞ্চয় ; আমার
কার্য্য ব্যয় । ভিন্নরূপ গতি দুজন্য
ভিন্ন দিকে । এ জীবনে হইব না মোরা
কভু সম্মিলিত । যাও । বাড়িবে না তাহে
আমাদের জীবনের গভীর বিচ্ছেদ ।

গৌতম । [স্বগত] সত্য কথা ! ঘুচিল না এ বিচ্ছেদ প্রিয়ে ।

[নিঃশব্দ]

অহল্যা । এত রূপ ! এ পূর্ণ যৌবন ! সব বৃথা ?
ধরিয়া রাখিতে তবু পারিলি না হয়
এ জ্বৈরণ স্ববির মৃত গৌতমে ?—হা দিখ !
চলিয়া গেল সে দৃঢ় চরণে ? চাহিয়া
শুধুনেত্রে, যেন গাঢ় অশ্রু কল্‌পাতরে
মোর পানে ? হা রমণি ! করিস্ না তুই
হৃদল নিফল এই রূপের গৌরব ।

[অস্থান]

সপ্তম দৃশ্য ।

স্থান—নন্দন ভবন । কাল—প্রভাত ।

সপরিচরবর্গ ইজ্ঞদেব আসীন ।

অঙ্গরাদিগের নৃত্যগীত ।

আমরা—এমনিই এসে ভেসে বাই ।

আমরা গানের মতন, হাসির মতন, কুহুমগন্ধ রাশির মতন,
হাওয়ার মতন, নেশার মতন, ঢেউর মতন, এসে বাই ।

আমরা—অরুণ কনক কিরণে চড়িয়া নামি,

আমরা—সাক্ষ্য রবির কিরণে অন্তগামী,

আমরা—শরত ইন্দ্র ধনুর বরণে,

জ্যোৎস্নার মত অলস চরণে,

বিজলীর মত চকিত চমকে চাহিয়া, ক্ষণিক হেসে যাই ।

আমরা—স্নিগ্ধ, কান্ত, সুশ্লিষ্টাঙ্গ ভরা,

আমরা—আসি বটে তবু কাহারে দিই না ধরা,

আমরা—শ্যামলে, শিশিরে, গগনের নীলে,

মলয়ে, ভিমিরে, কিরণে,—নিখিলে,

স্বপ্নরাজ্য হ'তে এসে ভেসে, স্বপ্নরাজ্য দেশে যাই ।

[প্রস্থান]

ইন্দ্র । এই ছোকরা !

চন্দ্র । দেবরাজ !

ইন্দ্র । আর এক পেরালা ।

চন্দ্র । [আর এক পূর্ণপাত্র ইন্দ্রকে দিলেন]

ইন্দ্র । পবন !

পবন । দেবেন্দ্র !

ইন্দ্র । আচ্ছা স্বর্গমর্ত্য পাতালে ত তোমার অব্যবহৃত গতি ।

পবন । আজ্ঞে !

ইন্দ্র । তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি উত্তর ক'র্ত্তে পার্বে ?

পবন । আজ্ঞে, যদি পারি ত পার্ব ।

ইন্দ্র । আচ্ছা বেশ । বল দেখি—স্বর্গের মত রাজ্য, ইন্দ্রের মত রাজা,
শচীর মত নারী, আর সুখের মত মদ, কোন জায়গায় দেখেছো কি না ?

পবন । আজ্ঞে নাঃ ।

ইন্দ্র । তুমি ত টকাশ্ কোরে বোলে ফেলেন ‘আজ্ঞে নাঃ’ । ভাল কোরে শুনেছো ?

পবন । শুনিছি বৈ কি ?

ইন্দ্র । কিসের মত কি ব’লার বল দেখি ?

পবন । [স্বগতঃ] মুকিলে ফেলেন দেখছি । [প্রকাশ্যে]—এ—এই—স্বর্গের মত নারী, সুধার মত রাজ্য, ইন্দ্রের মত রাজ্য, আর শচীর মত মদ ।

ইন্দ্র । দুঃ—তোমার অরণশক্তি খুব প্রথর বোলে বোধ হ’চ্ছে না ।

পবন । আজ্ঞে নাঃ ।

ইন্দ্র । না, তোমার মাজাটা একটু বেশী হ’য়েছে, আর খেয়ো না [সুধাপাত্র সরাইলেন] বরুণ ।

বরুণ । বজ্রপাণি ।

ইন্দ্র । এ প্রশ্নের উত্তর ক’র্ত্তে পারো ?

বরুণ । না প্রশ্ন ।

ইন্দ্র । তুমি যে শুন্বার আগেই হা’ল ছেড়ে দিলে । বৈশ্বানর ?

বৈশ্বানর । জীমূতবাহন ।

ইন্দ্র । বলি, একটা প্রশ্ন করি ?

বৈশ্বানর । আজ্ঞে নাই বা ক’লেন !

ইন্দ্র । রবি ।

রবি । আমি এখনো উঠিনি দেবরাজ !

ইন্দ্র । তাও ত বটে এখন যে রাত্তির । চন্দ্র ।

চন্দ্র । এই যে [সুধাপাত্র সম্মুখে ধরিলেন]

ইন্দ্র । বেশ তৈরি ছোকরা !—দেখ পবন ! বুঝছো না কথাটা ?

উর্ধ্বশী মেনকা রজা নেহাইৎ পুরোণো হ’য়ে দাঁড়াচ্ছে ।

প্রথম অঙ্ক ।]

পাষাণী ।

[সপ্তম দৃশ্য ।

পবন । নেহাইৎ ।

ইন্দ্র । একটা বেশ যুতলৈ নারীর নাম ক'র্তে পারো, যাতে জীবনে
একটু বৈচিত্র্য হয় ?

পবন । পারি ; কিন্তু সে সব গেরোস্ত ঘরের ঘেরে ।

ইন্দ্র । হোক গেরোস্ত ঘরের—সুৰূপা হ'লেই হ'লো ।

পবন । তা যদি বলেন, আর স্বৰ্গ ছেড়ে মর্ত্যে নামতে রাজি
থাকেন, তা হলে' একটি রমণীর নাম ক'র্তে পারি যার তুলনা
ত্রিভুবনে নেই ।

ইন্দ্র । কে সে ?

পবন । মিথিলার মহর্ষি গৌতমের স্ত্রী অহল্যাদেবী ।

বরুণ । বড় শক্ত জায়গা । দাঁত বসে না ।

ইন্দ্র । [সন্দিগ্ধভাবে ষাড় নাড়িতে লাগিলেন]

পবন । কিন্তু সে বিষয়ে একটা সুরিধা আছে ।

ইন্দ্র । কি রকম ?

পবন । মহর্ষি প্রবাসে ।

ইন্দ্র । বটে বটে ?—তবে ত কেমন কতে ।—ওরে কেউ মদনকে
ডেকে নিয়ে আর ত !—পবন তুমিই একবার যাও না !

পবন । যে আজ্ঞে ।

[প্রস্থান]

ইন্দ্র । চন্দ্র, ঢালো না ভাই !—এ প্রস্তাবটা মন্দ নয় ।—কি বল
বৈশ্বানর ?—এই, অঙ্গরাদের আর একবার ডাকো না কেউ !

অরুণ । এই আমিই ডেকে আনিছি ।

[প্রস্থান]

ইন্দ্র । বৈশ্বানর !

বৈশ্বানর । আজ্ঞে !

ইন্দ্র । তুমি যে ভারি গম্ভীর হোয়ে রৈলে ?

বৈশ্বানর । এঁা—তা—কি জানেন—আমার স্বভাবই ঐ রকম ।

ইন্দ্র । সত্যি না কি ?—ঐ যে মদন আসছে ।

মদনের প্রবেশ ।

মদন । প্রণাম হই দেবরাজ ।

ইন্দ্র । এই যে এয়েছো—বেঁচে থাকো ।

মদন । আজ্ঞে হাঁ । বেঁচে থাকবার আমার গোড়াগুড়ি সম্পূর্ণই
হতলব ছিল ; কিন্তু দেবরাজ তাতে বড় অবসর দিচ্ছেন না ।

ইন্দ্র । কেন ?

মদন । এই দিবারাত্রই লোকের সৰ্কসনাশে কিয়ছি ।

ইন্দ্র । কি সৰ্কসনাশ ?

মদন । এই, অমূকের স্ত্রী বের কোরে আনা, অমূকের
সতীত্বনাশ, অমূকের তৃতীয়বার বিয়ে দেওয়া ।

ইন্দ্র । সে সব ত অতি সহজ শীকার । বিধবা বালিকার সৰ্ক-
নাশ করা, ঘিচারিণীকে বেঞ্চা করা, অসহায়ার ব্যভিচার করানো—
এ সব ত আমিও পার্ভাম ।

মদন । আর কি ক'র্তে বলেন ?

ইন্দ্র । বর্ধা সতীর সতীত্বনাশ ক'র্তে পারো ?

মদন । না, সেটা মহাশয়ের একচেটে ।

ইন্দ্র । তামাসা রাখো । ঐ কাণ্টাটা ক'র্তার ভক্ত তোমাকে
ডাকিইছি ।

মদন । তা আমি আগেই আশ্বাস ক'রিছি । এখন ভিজালা করি
ভাণ্ডাবতীকে ?

ইন্দ্র । [জনান্তিকে] মহর্ষি গৌতম-রমণী অহল্যা ।

মদন । বড় শক্ত জায়গা ।

ইন্দ্র । নৈলে আমি কি তোমাকে ফলার খাবার নিমন্ত্রণে ডেকে পাঠাইছি ?—শোন—একটা সুবিধা আছে ।

মদন । কি সুবিধা ?

ইন্দ্র । মহর্ষি এখন প্রবাসে ।

মদন । তবে ভয় না হ'য়েই কার্য উদ্ধার ক'র্ত্তে পার্ক পার্ক বোধ হ'চ্ছে যেন !—কিন্তু, কিন্তু, একটা কথা স্মরণ রাখবেন ।

ইন্দ্র । কি ?

মদন ।

গীত

যে পড়ে প্রেমেরি কঁাদে,

(একদিন) সে জন কঁাদেই কঁাদে ।

প্রথমে ছুদিন ভারি হাসি, পরে গম্ভীরভাবে কাশি,
শেষে গলে টান লাগে কঁাসি (রকম) ভারি গোলযোগ বাধে ।

প্রথমে আরাম চুলুকে ঘামাছি শেষে করে জ্বালা সে ত,

রগড়াতে রগড়াতে রগড়াতে লেবু হ'য়ে যায় ভেত ;

প্রথমে মাখায় তুলে নাচি, পরে ঘেঁষিনাক কাছাকাছি ;

শেষে ছেড়ে দে মা কঁাদে বাঁচি, (রকম) সোনামণি কালাচাঁদে ।

ইন্দ্র । তা পরে বা হবার হবে ; এখনকার কাল ত এখন কর ।

মদন । তথ্যত ।

ইন্দ্র । চর ।—

চর । সুবোধ ।

ইন্দ্র । আর এক পেরালা ।

অপ্সরাদিগের প্রবেশ ।

ইন্দ্র । এয়েছ বাছারা । একটা যুতসৈ রকম ধর দেখি । দেখ
এমন একটা । গান গাইবে যা'তে মনে বেশ শ্রুতি হয় । গাও বেহাগ—
আর নাচো তেওটু ।

অপ্সরাদিগের নৃত্যগীত ।

ঢালো অমিয়া ঢালো কিশোর সুধাকর, আকুল তৃষা অতি অধীরা ;
উঠুক শিহরিয়া তপ্ত ধমনীর রক্ত ঢেউ—ঢালো মদিরা ।
ঢুলাও চামর বসন্ত সিঞ্চ সুগন্ধ চঞ্চল পবনে,
বাজো 'সুললিত মৃদঙ্গ মন্দিরা মুরলী নন্দন ভবনে ;
গাও বিকম্পিত করি' দিগন্ত বিমুক্ত অপ্সরা রমণী,
নৃত্য কর মদমত্ত, মন্থথ হৃদয়ে বিঁধ শর অমনি ।

দ্বিতীয় অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য ।

হান—অহল্যার কুটীর । কাল—সাহার ।

একাকিনী অহল্যা আসীনা ।

অহল্যা । কি ঘোর বরষা ! গাঢ় আচ্ছন্ন আকাশ
ধূসর জলজালে । অবিরল নামে
জলধারা । পরিব্যাপ্ত আকাশ মেদিনী
এক অবিশ্রান্ত জলপ্রপাতরূপে ।
—এস বর্ষা, শীতরশ্মিতলবায়ুধনে,
সুকুমারি ! স্তম্ভমল কর, শিথিল কর,
নিদ্রাবিনোদক তপ্ত বহুধা, সুন্দরি ।

গীত ।

বরষা আইল ওই ঘন ঘোর মেঘে
দশ দিক তিমিরে আঁধারি ।
আকুল বেদনা আর ক্ষয় আবেগে
রাখিতে রাখিতে নাহি পারি ।

চমকে চপলা, চিত চমকে, সঘন-ফ-
 গরজনে কাঁপে হিয়া সখি রে—
 ঝর ঝর অবিরল ঝরে জল ধারা,
 ঝর ঝর চোখে বহে বারি ।
 সঘন আঁধার ওই ঘনাইয়া আসে,
 বিধাদে হৃদয় আসে ছেয়ে,
 বাতাস মিশায়ে যায় সজল বাতাসে
 শূন্য নয়নে রহি চেয়ে ;
 কত না নিহিত ব্যথা, নিহিত যাতনা কত,
 হৃদয়ে জাগিয়ে উঠে সখি রে—
 মরম ভেদিয়া উঠে গভীর নিরাশা,
 —ধিক্ ধিক্ জনম আমারি ।

রত্নির প্রবেশ ।

অহল্যা । কে তুমি ?

রত্নি । অতিথি ।

অহল্যা । তুমি কিবা উপবাসী ?

রত্নি । উপবাসী নহি, পিপাসিত ।

অহল্যা ।

পিপাসিত ?

বর্ষার অশ্রাব্দবৃষ্টি প্রপাতে প্রাণিত

প্রান্তর কাহার অরণ্যানী—আর তুমি—

তুমি পিপাসিত ?—এ কি রক্ত পরিহাস ?

রত্নি ।

পরিহাস নহে । সত্য । পুঙ্কর সরিৎ

নিঃশব্দপূর্ণ ; কিন্তু তাহে চাতকের
মিটে কি শিপাসা ?

অহল্যা । একি পরিহাস ছাড়ি',
ধরিলে কি প্রেহেলিকা ?

রতি । দেখিরাছ কত
আপনার রূপরাশি মুকুরে বিধিত ?

অহল্যা । দেখিরাছি ।—আপাততঃ কি চাহ সুন্দরি ?

রতি । চাহিয়া থাকিব শুধু ওই মুখপানে
তাপসি ।

অহল্যা । রমণী তুমি—

রতি । কিবা বার আসে ?
বিশ্বের সম্পত্তি রূপ—বিশ্বের বিন্দর ।

অহল্যা । কি নাম তোমার ?

রতি । রতি ।

অহল্যা । নিবাস ?

রতি । ত্রিবিবে ।

বাইতেছিলাম আমি এই পথ দিরা
বিধিলার কোন প্রয়োজনে—অকস্মাৎ
নামিল অশ্রান্ত জলধারা ; নিরুপায়
আশ্রম বাহিরে তাই নিলাম আশ্রম ।
দেখিলাম তব মূর্তি সহসা, অমনি
রহিলাম চিত্তার্ণিত, নিম্পন্দ বিশ্বরে
কি তোমার নাম সখি ?

অহল্যা । অহল্যা তাপসী ।

রতি । বড় ভাগ্যবতী আমি ; স্বর্গে তুনিরাছি
অহল্যার নাম ।—নামে আবার বরষা ।
দেবে স্থান দ্বারা করি' আজি এ আশ্রমে ?

অহল্যা । কৃতার্থ হইব । আমি প্রোথিতভর্তৃকা ;
অভ্যাগত তুমি,—এ ত সৌভাগ্য আমার ।
আশ্রম ভিতরে চল ।

রতি । চল প্রিয়সখি !

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

স্থান—গৌতমের তপোবন পথ । কাল—সন্ধ্যা ।

মদন ও বসন্ত ।

মদনের গীত ।

ফুলমালা গলে পরি, ফুলরেণু গায়ে মাখি,
ফুলসাজ পরি কেশে, ফুল বেশে তনু ঢাকি ।
ফুলধনু ধরি করে, হানি কদে ফুলশরে,
ফুলবাসে ছেয়ে আসে অলস অকণ অঁখি ।
ফুল খেলা, ফুল বঁধু, পান করি ফুলমধু,
ফুলদল'পরে শুয়ে, ফুলপানে চেয়ে থাকি ।

মদন । কি ভাবিছ বসন্ত ?

বসন্ত । ভাবিছি প্রভু, এত মিছে কথাও কৈতে পারেন ।

মদন । কি মিছা কথা সখে !

বসন্ত । অন্ততঃ ভেতরের কথাগুলো সব চেপে গেলেন ।

মদন । কি প্রকার ?

বসন্ত । এই মুখে বেশ বোলে গেলেন “ফুলে নব তনু ঢাকি” কিন্তু তার নীচে ত দেখছি মহাশয়ের খাসা মথমলের পোষাক ।

মদন । শুদ্ধ ফুলে কি তনু ঢাকে সখে, না শীত কাটে ?

বসন্ত । আমিও ত তাই বলছিলাম । তা যদি হ’তো ত লোকে তুলোর চাব তুলে দিয়ে ফুলের চাব ক’র্ত্তো ।

মদন । আচ্ছা তার পরে ? আর কি মিছা কথা ?

বসন্ত । তারপরে “ফুলধনু” । ফুলের ধনু তৈর ক’র্ত্তে পারে এ লাখা বিশ্বকর্মাও নাই । পেছনে একখানি বাকারি চাই ।

মদন । আচ্ছা আর কি ?

বসন্ত । আর “ফুল খেলা” । ফুল নিয়ে খেলা করা অবিদ্রি এমন কিছু শক্ত নয়, যদিও মহাশয়কে বোধ হয় আমি ডাঙাগুলি খেলতে দেখেছি ।

মদন । সে ছেলেবেলার ।

বসন্ত । তবে যে কেবল ফুলমধু পান কোরে ঐ বাস্তবিক বর্ত্তলা-কার শরীরটা ঐ তাবে পরিপুষ্ট হ’চ্ছে না, এটা আমি শপথ কোরে বলতে পারি ।

মদন । ওহে—বোঝ না—

বসন্ত । আর ফুলের পানে চেয়ে থাকি ছাড়া পৃথিবীতে আমাদের তার আপনারও আরো দু চারটে কাব ক’র্ত্তে হয় ।

মদন । ওহে ওগুলো কবিতা, কবিতা । তুমি, বুরি কাব্যকলা বোঝ না ?

বসন্ত । আজে না । কাব্যকলা গভিনি, কিন্তু মর্ত্তমান কলা

দ্বিতীয় অঙ্ক ।]

পাখী ।

[দ্বিতীয় দৃশ্য ।

থেরেছি। আর শপথ কোরে বলতে পারি যে, ভালো পাকা মর্তমান
কলার কাছে কাব্যকলা কি চিত্রকলা কোন কলাই লাগেন না ।

মদন । এ সমস্ত কবিতা—ঐ যে শিকার আসছে। তোমার
কোকিল, মলর সব তৈরি ?

বসন্ত । সব প্রস্তুত—দেখবেন ? [অদূরে কোকিল ডাকিল]

মদন । বাঃ বাঃ এ কোকিলের আওয়াজে যদি অহল্যা দেবী না
ধরা পড়েন ত তাঁর শরীর ইট সুরকি দিয়ে তৈর করা। পাখী বটে !
চল এখন অন্তরালে বাই ।

[উভয়ের প্রস্থান]

[বাইতে বাইতে মদনের গীত]

আছে একটা ভারি কালো পাখী,

ও তার আছে দুটো কালো পাখা ।

কবিরাজে কোকিল বলে,

আর ফাগুন চৈতে তার বড় অভ্যেস ডাকা ।

তায় ডাক শুনে প্রাণ হা ছতাস করে,

বিরহিণীরা সব আছড়ে পড়ে,

প্রাণকান্দে বিনে সে পাখীর স্বরে

তাদের জীবনটা ঠেকে বড় কাঁকা কাঁকা ।

ও সে পাখী বড় সর্ববিশেষে

গোল বাধায় ফাগুন চৈতে এসে ;

ভাগ্যিস নয় সে পাখী বারোমাসে ;—

নইলে মুকিল হোত বেঁচে থাকে ।

[প্রস্থান]

অহল্যা ও রত্নির প্রবেশ ।

রত্নি । হায় সখি, এত রূপ, এ ভরা যৌবন,
এ বসন্তকালে !—তুচ্ছ একবার, সখি,
জীবনে, যৌবন আসে ; আর সে যৌবন
চিরদিন নাহি থাকে ।

অহল্যা । বুঝি, সব বুঝি,
কিন্তু কি করিব ? আমি অভাগিনী অতি !

রত্নি । মণির আদর রত্নবণিক বিনা কি
বুকে শাখাসুগ ? রত্নে দিশু না ছড়াবে
অরণ্যে । সার্থক কর এ রূপ যৌবন ।
চিরদিন রহিবে না । তবে আসি সখি ।
বড় ভাগ্যবতী আমি পাইলাম দেখা ।
পথে হেন অপ্সরাসম্ভব রূপরশি ।

[প্রস্থান]

অহল্যা । আহা ! কি মধুর । [উপবেশন] সুগন্ধিত নবস্ত্রাব
নিকুঞ্জ ; শুভ্ররে ভূমি ; রঞ্জিত স্রবস্র
পল্লবিত বস্ত্রবীথী সন্ধ্যার কিরণে ।
সুদূরে তটিনী বহে ঘন তরুচ্ছায়ে
অঙ্কুরগুণ্ঠনবতী, কিপ্র পদক্ষেপে
বহুর কান্তার দিরা । তুচ্ছ অরণ্যানী।—
তথু দূর আশ্রবনে ললিত উজ্জ্বলে
কুহরে কোকিল এক, করি বিকল্লিত,
গুপ্তিত অটবী । আসে মধুর হিনোলে

বসন্ত সমীর ; চাহে নিষ্পন্দ বিশ্বরে,
 কুরঙ্গ-শাবক এক প্রীতি বজ্র করি'
 স্তব্ধ অধীর পানে । সবার উপরে
 এক গাঢ় নীলাকাশ নিষ্পন্দ, নিশ্চল,
 সজ্জোমেঘমুক্ত, নত চুঁচিতে ধরার
 সুখশ্রিত বিখ্যাত—রক্তিম লজ্জায় ।
 কে বলিবে এ বরষা ! কে বলিবে ছিল
 কলা সমাচ্ছন্ন করি' ও নীল আকাশ
 প্রান্তরের ঘন ঘটা ? বসন্ত বরষা
 মধুর মিশ্রণে বেন রচিয়াছে এক
 অপূৰ্ণ সৌন্দর্য্যরাজ্য ;—আহা কি মধুর ।
 এত সুন্দর চিত্র দেখি নাই আমি
 বহুদিন । এত দ্বিগুণ বহে নাই বৃষ্টি
 বহুদিন শীতল সমীর । ডাকে নাই
 কোকিল কখন এত অধীর আগ্রহে ।

গীত

আজি মোর প্রাণ কি চায় ।

আগে এ হৃদয় আজি কি আকুল-বাসনায় ॥

আজি এ অধীর প্রাণে কেন প্রবোধ না মানে,

কোন অজানিত টানে, কার পানে ভেসে যায় ।

—উঠে চাঁদ ! মরি মরি ! বন অন্তরালে

পূর্ণ সোহাগা ! একদিকে শান্ত পরিমার

স্বর্বা হ'য়ে অন্তর্মিত, অপর আকাশে

উঠে চন্দ্র দিগ্ধ হান্তে । ল'য়েছে উভরে
বিভাগ করিয়া যেন দিগন্তবিত্ত
উজ্জ্বল আকাশরাজ্য । দিবা অবসানে
আসে ওই তারাময়ী স্তব্ধ নিশীথিনী
শান্তি পরে শান্তিসম, শুক কার্ধ্য 'পরে
শিখিল স্বপ্নের মত ।—ওই—ওকে—গায় !

সজ্জিত তরলীতে আক্লতা অপ্সরাদিগের গাহিতে
গাহিতে প্রবেশ ও প্রস্থান ।

গীত ।

বেলা ব'য়ে যায় ।

ছোট মোদের পিসু স্নিগ্ধ তরির সঙ্গিতে কে যাবি আয় ।
দোলে হরি, বকুল যুথী দিয়ে গাথা সে ;
রেশমি পাল উড়ছে মধুর মধুর বাতাসে ;
হেলছে তরি ঢলছে তরি, ভেসে যাচ্ছে দরিয়ায় ।
যাত্রী সব নূতন প্রেমিক নূতন প্রেমে ভোর,—
মুখে সব হাসির রেখা, চোখে নেসার ঘোর ;
বাঁশীর ধ্বনি হাসির ধ্বনি উঠছে ছুটে কোয়ারায় ।
পশ্চিমে জ্বলছে আকাশ সীকের তপনে ;
পূর্বে ঐ বুনছে চন্দ্র প্রেমের স্বপনে ;
ক'ছে নদী কলুষধনি ব'ছে স্তব্ধ মধুর বায় ।

অহল্যা । একি অপাধিব সীত ? পুলকে আবেশে
রোষাকিত হয় ভয় । কখনে জানিয়া

উঠে কি বাসনা ?—আর রাখিতে না পারি
বীধিয়া প্রবাহ ।—হায় বুঝেছি আমার
বিকল যৌবন, এই নারীজন্ম বুঝা ।
বেলা গেল ;—যাই তবে শূন্তগৃহে ফিরি' । [গমনোচ্ছত]
—কে যায় সুগোর বুঝা, শিরে জটাতার,
বস্ত্রপথ দিয়া পথ চরণবিক্ষেপে ?
কে এ ? কভু দেখি নাই । স্মৃতিম সুন্দর
দীর্ঘ দেহ ; প্রসারিত বক্ষ ; পরিহিত
অজিন ; চরণভঙ্গ লঘু ; কিন্তু তার
মুখখানি সর্বশ্রেষ্ঠ,—ভাসে দেহ 'পরে
প্রস্ফুটিত পদ্মসম, শৈবাল বেষ্টিত
কোমল মুণাল বৃন্তে । কে এ ? ডেকে দেখি—
কে পাষাণ ?

তাপসবেশে ইন্দ্রের প্রবেশ ।

ইন্দ্র । ডাকিলে মোরে, কে তুমি তাপসি ?

অহল্যা । বলি, কোথা যাবে ?

ইন্দ্র ।

মিথিলায় । কত দূর

মিথিলা নগরী ? মোরে দয়া কোরে দেখি,

পথ বোলে দাও যদি ।

অহল্যা

পাষ, বহু দূর

সে স্থান হুর্গম । সন্ধ্যা আগত । তাপস ।

যদীর আশ্রমে বাস নিশ্চয় । প্রত্যাহত

বাইও সেখান কল্য ।

ইন্দ্র । কে তুমি ?

অহল্যা । তাপসী ।

ইন্দ্র । নাম ?

অহল্যা । অহল্যা ।—না সখে

মিথ্যা কথা বলিয়াছি, আমি শুদ্ধ নারী
কোন নাম নাহি মোর । না সখে, কি নাম
বেতেছি ভুলিয়া । নাম ? জ্ঞানিও সন্ন্যাসী
শুদ্ধ সন্ন্যাসিনী আমি ।

ইন্দ্র ।

সত্য কোরে বল,

থলে বল ; প্রচেলিকা বুঝি না, কে তুমি ?

অহল্যা । সত্য বলিব কি প্রিয় ? হাঁ, সত্য বলিব,

আমার আশ্রমে চল ।

ইন্দ্র । না, না, বাইব না ।

অহল্যা । হাঁ বাইবে তুমি ! সুখে ল্পষ্ট বাক্য তাহা ।

কপট ! আশ্রমে চল । [অক্ষুটবরে] সত্য বলিতেছি,
আনি তব দাসী, তুমি মোর প্রাণেশ্বর ।

[উভয়ে নিঃসঙ্গ]

মদন ও রত্নির পুনঃ প্রবেশ ও নৃত্যগীত ।

উভয়ে । এমনি কোরে আমরা মজাই কুল ।

এ ভুবনে আমরাই যত অনিষ্টেরই মূল ।

মদন । আমি বুকে হানি পুষ্পশয় ;

রত্নি । আমি আনি বন্ধে বন্ধ, অধরে অধর ;

মদন । বিছারে দি' পাতার শয়ন ;

রতি । ছড়িয়ে দি' ফুল ।

মদন । প্রেমের খাসে দিইছি সুবাস, প্রেমের ভাষে গান ;

রতি । অধর কোণে দিইছি মধু, নয়ন কোণে বাণ ;

মদন । আমি করি স্থষ্টি স্বর্গলোক ;

রতি । আমি করি রুষ্টি সুখা—মিলন-সন্তোষ ;

মদন । উড়িয়ে দি' অঁচলখানি ;

রতি । এলায়ে দি' চুল ।

মদন । দেবতা জানে আমার প্রতাপ, মানুষ কিবা ছার ;

রতি । আমি কিন্তু যোলকলা পূর্ণ করি তার ;

মদন । আমি কেবল রটাই প্রেমের জয় ;

রতি । আমি শুধু প্রেমের বিপদ ঘটাই ভুবনময় ;

উভয়ে । আমাদেরই স্থষ্টি করা বিধির বিষম ভুল ।

[নিষ্ক্রান্ত]

তৃতীয় দৃশ্য ।

স্থান—চিরঞ্জীবের আশ্রমের বহির্ভাগ । কাল—সন্ধ্যা ।

মাধুরীর ক্রতপদসন্ধারে আবেশ ।

মাধুরী । কি আশ্চর্য্য ! কি অস্তর ! কি লোমহর্ষণ ব্যাপার !
কি করি ? কার পরামর্শ নেই ? একবার তপোবনান্তরে বাব না
কি ? না । অস্ত তপসদের কাছে এ কুৎসা এখন তেজে কাজ নেই ।
দেখি যদি আমরাই এর কোন প্রতিবিধান ক'র্ত্তে পারি । স্বাধীর সঙ্গে
পরামর্শ করা বাক ! ঐ যে উনি যাচ্ছেন । এত একবার
এদিকে এস !

চিরঞ্জীবের প্রবেশ ।

চিরঞ্জীব । কি রে ডাক্‌ছিস্ না কি ?

মাধুরী । হাঁ একটা কথা আছে ।

চিরঞ্জীব । কথাটা কি খুব দরকারী ?

মাধুরী । ভারি দরকারী ।

চিরঞ্জীব । তবে এখনি বোলে ফেল্ । আশ্রিও একটা ভারি
দারী কাজে বাছি ।

মাধুরী । প্রভুপত্নী কোথায় ?

চিরঞ্জীব । আশ্রমে ।

মাধুরী । কি ক'চ্ছেন ?

চিরঞ্জীব । কি আর ক'র্ছেন ? চোখ রগড়াচ্ছেন । সেই পুরোণো গল্প ।

মাধুরী । কোন্ পুরোণো গল্প ?

চিরঞ্জীব । বুড়োবুড়ীর গল্প । জানিস্ নে বুঝি ?—তবে শোন ।

গীত ।

বুড়োবুড়ী দুজনাতে মনের মিলে সুখে থাকত ।

বুড়ী ছিল বেজায় বৈফল্য বুড়ো ছিল ভারি শাস্ত ।

হ'ত বখন ঝগড়া কাটি, হ'ত প্রায়ই লাঠালাঠি ;

ব্যাপার মেখে ছুটোছুটি পাড়ার লোকে পুলিশ ডাকত ।

হঠাৎ একদিন “দুন্দর” বোলে, কোথায় বুড়ো গেল চোলে ;

বুড়ী তখন বুড়োর জন্তে ক'লে চকু লবণাক্ত ।

শেষে বছর খানিক পরে, বুড়ো ফিরে এলে ঘরে,

বুড়ী তখন রেখে বেড়ে তারে ভারি খুলী রাবত ।

ঝগড়া কাঁটি গেল খেমে ; মনের মিলে গভীর প্রেমে,

বুড়ী দিত দাঁতে মিশ্রী, বুড়ো গায়ে সাবান মাখত ।

চিরঞ্জীব । আচ্ছা মাধুরী ! আমি একটা ভারি ধোকার প'ড়েছি ।

মাধুরী । কি ধোকা ?

চিরঞ্জীব । ধোকা হ'চ্ছে এই,—তুই কি আমাকে ভালবাসিস্ ?

মাধুরী । হ্যাঁ, বাসি ।

চিরঞ্জীব । ছ' দেখে তাই বোধ হয় বটে ।

মাধুরী । তবে আর পোকা কি ?

চিরঞ্জীব । ঐ ত ধোকা ।—আচ্ছা খুব ভালবাসিস্ ?

মাধুরী । খুব বাসি ।

চিরঞ্জীব । আমি কিন্তু তোকে কিছু ভালবাসিনে ।

মাধুরী । একদিন বাসবে ।

চিরঞ্জীব । উঁ হ'—বোধ হয় না । [সন্ধিগুভাবে ষাড় নাড়িল]

তোকে আমি কোন রকমেই ভালবাসতে পারিনে ।

মাধুরী । কেন ? আমি জাতিতে গলিকা বোলে ?

চিরঞ্জীব । না তুই জাতিতে জ্রীলোক বোলে ।—তুই অসার, অকিঞ্চিৎকর বংশোদ্ভূত জ্রীলোক । আমার মতন একটা প্রকাণ্ড জানোয়ার তোর মত একটা ক্ষুদ্র ঘেরে মাথুষকে ভালবাসতে পারে না ।

মাধুরী । তোমার যেমন ইচ্ছা । তুমি আমার ভালবাস না বাস, আমি চিরদিন তোমার ভালবাসবো ।

চিরঞ্জীব । ঐ ত জ্রীলোকের দোষ । বেজার নাছোড়বন্দ ।

মাধুরী । আচ্ছা সে কথা বাক্—অকুপিত্তীর আগ্রহে সম্প্রতি কিছু লক্ষ্য ক'রেছো ?

চিরঞ্জীব । ক'রিছি ।

মাধুরী । কি ?

চিরঞ্জীব । সাপ, ব্যাং, টিরা, বুলবুলি, তেলাপোকা, টিকটিক—

মাধুরী । না না—নতুন কিছু ?

চিরঞ্জীব । হরিণটার একটা ছানা হ'য়েছে ।

মাধুরী । না গো ও সব নয় ! নতুন কোন ব্যক্তি ।

চিরঞ্জীব । ব্যক্তি ?

মাধুরী । হাঁ ।

চিরঞ্জীব । ব্যক্তি ?—কৈ, না ?

মাধুরী । একজন এসেছে ।

চিরঞ্জীব । পুরুষ মানুষ, না মেয়ে মানুষ ?

মাধুরী । পুরুষ মানুষ । একজন সুন্দর সুগোর যুবা প্রত্যহ
অর্ধরাতে আসে, আর প্রত্যহে চোলে যায় ।

চিরঞ্জীব । বটে ? বটে ? এ ত রগড় মন্দ নয় ।—কোথা থেকে
আসে আর কোথায় চোলে যায় ?

মাধুরী । দূরে নদীবক্ষে একখান সজ্জিত তরলী দেখ নি ?

চিরঞ্জীব । দেখিছি বেন ।

মাধুরী । সেখান থেকে আসে আবার সেই খানেই চোলে যায় ।

চিরঞ্জীব । বোকা গেছে । বাবা, চিরঞ্জীব লজ্জা এত দুর্বল নয় ।—
যাবে কোথা ? ক্রীড়াতির চরিত্র ত, তা বেশী সাক্ষীই পকন, আর
গাছের ছালই পকন,—কীচরিত্র যাবে কোথা ? যাবে কোথা ?

মাধুরী । এখন তোমার একটা কাজ ক'র্তে হবে ।

চিরঞ্জীব । কি ক'র্তে হবে বল্ দিবি নি ! আবার যে রকম পারে
শক্তি, সেই রকম যদি মাথায় বুদ্ধি থাকত, তা হ'লে বোধ হয় আমি একটা
বুদ্ধিমান লোক হ'তে পারতাম ।

মাধুরী । ক'র্ত্তে হবে এই—এই লোকটার সন্ধান নিতে হবে । কে সে ? কোথায় তার নিবাস ? তার অভিপ্রায়ই বা কি ?

চিরঞ্জীব । সে কে, আর কোথায় তার নিবাস, তা জানিনে বটে ; কিন্তু তার অভিপ্রায় যে কি তা বেশ টের পাওয়া গেছে । এ রকম অবস্থায় সব পুরুষজাতির একই রকম অভিপ্রায় হ'য়ে থাকে ।

মাধুরী । সে কাল প্রত্যয়ে যখন আশ্রম থেকে বেরিয়ে যাবে, তুমি তার পিছু পিছু যাবে । গিয়ে—

চিরঞ্জীব । তা আমাকে দিয়ে হবে না । আমি পিছু পিছু গিয়ে তাকে ধ'র্ত্তে পার্কো না । ধ'র্ত্তে হয় ত সমুদ্র সমরে । [উগ্রভাবাপন্ন]

মাধুরী । না প্রভু । মহর্ষি গোতমের পবিত্র আশ্রমে একটা কুকীর্তি কোরে কাজ নাই ।

চিরঞ্জীব । হঁ হঁ হঁ হঁ [হকার]

মাধুরী । দোকাই তোমার । এখানে নয় । যুক্ ক'র্ত্তে হয় ত, উপোষনের বাহিরে গিয়ে । আজ শেষরাত্রে একটু সজাগ থেকে ।

চিরঞ্জীব । আমার ত আজ সমস্ত রাত ঘুম হবে না ।—বেশ বেশ ! সু-খবর ! এ রকমে জীবনের একটু বৈচিত্র্য হয় ।

মাধুরী । শতানন্দ কীদে কেন ? ঐ যে আসছে ।

রোক্তমান শতানন্দের প্রবেশ ।

শতানন্দ । দিদি ।

মাধুরী । কি খাণা ?

শতানন্দ । না আমাকে ঘেঁরেছে ।

মাধুরী । কেন ?

দ্বিতীয় অঙ্ক ।]

পার্বণী ।

[তৃতীয় দৃশ্য ।

শতানন্দ । তা জানি না । আর ব'লেছে, আজ রাতে আমাকে তার কাছে শুতে দেবে না । [ক্রন্দন]

চিরঞ্জীব । তা যে মা তোকে মারে, তার কাছে তুই শুতে ঘাস কেন রে ছোঁড়া ?

মাধুরী । বোঝ না, সে যে প্রাণের টান ।—চল দাদা আমার সঙ্গে খেলা ক'র্কে এস ! [মাধুরীর শতানন্দকে লইয়া প্রস্থান]

চিরঞ্জীব । হঁ হঁ সাথে কি বলি,—“সত্যাব এবাদ তথাতিরিচ্যতে ।” বাবে কোথা ! জীচিরিত্র ত—বাবে কোথা ?

জনৈক তাপসের প্রবেশ ।

চিরঞ্জীব । হঁ হঁ হঁ হঁ [হুঙ্কার]

তাপস । কি ঠাকুর ! হঠাৎ এত উগ্র যে ?

চিরঞ্জীব । আমার ক্রোধের উদর হ'য়েছে !

তাপস । কেন ?

চিরঞ্জীব । সে খোঁজে তোর দরকার করে বেটা ? [প্রহারোদ্ভত]
বেরো আমার আশ্রম থেকে ।

তাপস । বেরোচ্ছি । একটা সু-খবর দিতে এলাম,—

চিরঞ্জীব । সু-খবর ? [সাগ্রহে] কি ? কি ?

তাপস । মহর্ষি গৌতম ফিরে আসছেন ।

চিরঞ্জীব । কবে ?

তাপস । এই সপ্তাহখানিকের মধ্যে !

চিরঞ্জীব । কেন ?

তাপস । তাঁদের তপস্তা হোল না । সেখানে রাজসের বিপর্যয় রকম অভ্যাস । বিশ্বামিত্র গিয়েছেন মহারাজ দশরথের কাছে নালিশ ক'র্কে ; আর গৌতম ফিরে আসছেন ।

দ্বিতীয় অঙ্ক ।]

পাষাণী ।

[চতুর্থ দৃশ্য ।

চিরজীব । নেহাইৎ অপদার্ব । এই গৌতমটা নেহাইৎ অপদার্ব—
স্রী ছেড়ে থাকতে পারে না আর কি ? বোঝা গেছে । নেহাইৎ অপদার্ব ।

[উভয়ে নিষ্ক্রান্ত]

চতুর্থ দৃশ্য ।

হান—অহল্যার কুটীরান্তর । কাল—শেষরাত্রি ।

ইন্দ্র ও অহল্যা ।

অহল্যা । তুমি ইন্দ্র ? তা জানিলে আগে, কে করিত
আপন রুদ্রেশ্বর তোমারে মায়াবী ?

ইন্দ্র । কি দোষ আমার ?

অহল্যা । শত দোষ । শুনিয়াছি

তুমি শঠ, ব্যভিচারী, লম্পট ।

ইন্দ্র । বিশ্বাস

করিও না সে অধ্যাত্তি ।

অহল্যা । সত্য কোরে বল—

ভালবাস অহল্যারে ?

ইন্দ্র । [কর ছুটি ধরিয়া] অনিন্দ্যমুল্যরী !

আমার রুদ্রেশ্বর !—নন্দন কাননে

কিশোর মন্ডার পুষ্প বসন্ত সমীরে

চালে না সুগন্ধ এত, যে গন্ধ তোমার

অসুট প্রণববাণীমিশ্রিতনিঃশ্বাসে ।

ত্রিদিব ভাঙারে যোর এক সুধা নাই,

ও রক্ত অধরে বহত । [চুপন] সজল বিহ্বল

এত নিষ্ঠুর নহে, তব আলিঙ্গন
যত শিথিল প্রিয়তমে । [আলিঙ্গন]

অহল্যা । সত্য ?

ইন্দ্র । সত্য কথা ।

অহল্যা । হায় যদি পারিতাম করিতে বিশ্বাস
এই বাক্য !

ইন্দ্র । কেন নহে ?

অহল্যা । তব সত্যশ্রুতি
নৃত্য করে বারাননা ।

ইন্দ্র । তাহার নর্তকী,—

প্রণয়িনী নহে ।

অহল্যা । শচী মহিষী তোমার ।

ইন্দ্র । ইন্দ্রাণী মহিষী মাত্র, প্রণয়িনী নহে ।

অহল্যা । [সহসা] না না ফিরে যাও ! এখনো ফিরিতে পার,
এখনো ফিরিতে পারি ! বাহা হইবার
হইয়াছে । আনিবে না কেহ । যাও ফিরে ।

ইন্দ্র । বাইব প্রেরণি কিন্তু সঙ্গে যাবে তুমি ।
চল এইক্ষণ । তীরে সজ্জিত তরণী ।
চল ।

অহল্যা । না ক্ষম্যেৎসব ! কেন কর যোরে
সজ্জিত গভীর পক্ষে ? সৌভম-রমণী
আমি ।

ইন্দ্র । কেন মিথ্যা এ প্রবোধ । বহুদূর
আসিয়াছ । আর চাহিও না ফিরে ফিরে ।

এখন অহল্যা ইন্দ্র অচ্ছিন্ন শৃঙ্খলে
বদ্ধ আমরণ । চল, রাখিব তোমারে
মর্মররচিত হর্ষো, পুষ্প-সুবাসিত
কনকপালকে । দিব হীরক গঠিত
অলঙ্কার ; দাস দাসী । তুহপরি আসি
করিবে চরণসেবা দেবেস্ত্র আপনি
প্রতাহ ।

অহল্যা । [কল্পিতস্বরে] শপথ কর, সত্য ভালবাস ?
ইন্দ্র । তথাপি সন্দেহ ? ভালবাসি ? হায় প্রিয়ে !

অধীর আগ্রহ এত, অলস বাসনা,
বুঝ নাই প্রাণেশ্বরী ?—

অহল্যা । —চল ঐপ দিব
কলঙ্কসমুদ্রে আজি । কিরে যেতে চাহি
কিছু হার কিরিতে সামর্থ্য নাই ! চল ।
—কিছু পুত্র শতানন্দ ?

ইন্দ্র । তারে রেখে যাও
লালন করিবে শিষ্যদম্পতী তাহারে ।
—এখনো রজনী আছে । চল ।

অহল্যা । কোথা যাব ?

ইন্দ্র । স্বর্গে ।

অহল্যা । না না স্বর্গে নহে ।

ইন্দ্র । কেন প্রাণেশ্বরী ?

অহল্যা । জিজ্ঞাসিছ “কেন ?” নিত্য লজ্জার রক্তিম
হইব না,—পথে ঘাটে জিহিবে বধন

অজুলি বাড়ারে মোরে কহিবে সকল
দিব্যাঙ্গনা—“ওই ভ্রষ্টা গৌতমরমণী ॥”

ইন্দ্র । দিব রাখি নিভৃত নিলয়ে, দূরে । কেহ
জানিবে না ।

অহল্যা । না বলভ ! তার চেয়ে চল—
কোন দূর নিরালয় ধীপে, উপকূলে,
অথবা পর্বতশৃঙ্গে,—পশেনি যেখানে
মহুয়া নিঃশ্বাস ; নাহি পশিবে শ্রবণে
আপন অধ্যাত্তিগাথা ; যেখানে ভূঞ্জিব
পরম্পরে নিতাচিরঅতৃপ্তবিলাসে
অলক্ষ্যে নিভৃতে স্থখে । সেখানে বুঝিব
বিষ জনশূন্ত, শুদ্ধ ভূমি আমি আছি ।
ভাসারে বাইব যুগে যুগে নিরবধি
কুহ মিলনের তরী, অকূল গভীর
প্রেমের সমুদ্রে, তার গাঢ় বজ্র নীল
ফেনিল হিলোলে ।

ইন্দ্র । অত্যাশ্চর্য ! চল বাই
এ মুহূর্তে । পতানক স্থপ্ত । অরণ্যানী
নিষ্পন্দ নীরব ।

অহল্যা । বৃষ্টি পড়িতেছে ।

ইন্দ্র । শুভ ।

রজনীর অন্ধকারে শীতরশ্মিভল
নিশ্চল গ্রহরে, মৃতবৎ অচেতন
সুনার নিখিল বিষ । শীত এস ।

অহল্যা । চল ।

শতানন্দ । মা ! মা !

অহল্যা । জাগিয়াছে পুত্র ।

ইন্দ্র ।

প'ড়েছে ঘুমায়ে

আবার বালক ! চল এইক্ষণে । বিলম্ব কি !

অহল্যা । চল তবে ।

শতানন্দ । মা ! মা কোথা !

ইন্দ্র ।

স্থির হ', বালক ।—

অহল্যা থামাও পুত্রে । নহিলে নিশ্ফল

করিবে এ আয়োজন ।

অহল্যা । থাম্ শতানন্দ ।

শতানন্দ । মা ও কে ? মা বাও কোথা ?

ইন্দ্র ।

বিকল করিল

এত আয়োজন ওই হতভাগ্য শিশু ।

অহল্যা । কি করিব ?

শতানন্দ । মা—মা কুধা—

ইন্দ্র । কর কঠরোধ ।

শতানন্দ । মা কুধা—

অহল্যা ।

আবার ?—তবে দিতেছি মিটায়ে

চিরজীবনের কুধা । [গিয়া শিশুর কঠরোধ]

ইন্দ্র ।

তরু হইরাছে

পাপাত্মা জন্মের তরে । শীঘ্র চোলে এস ।

অহল্যা । একি ! করিলাব হত্যা আপন সন্তানে ?

ইন্দ্র ।

বাহিরে ডাকিছে কাক । এস [বহির্গমন]

দ্বিতীয় অঙ্ক ।]

পাখালী ।

[চতুর্থ দৃশ্য ।

অহল্যা ।

চল বাই—

বুঝিয়াছি । তবে আমি নামিয়া এসেছি
নরকরাজ্যে ! তবে বিদায়—বিশ্বাস,
নির্ভর, মমতা, পুণ্য ।—আর নেমে আর
পাপের করাল রাজ্য অগাঢ় তিমিরে ! [প্রহানোভত]

মাধুরীর প্রবেশ ।

মাধুরী । শতানন্দ কীদে কেন ?—প্রভুপত্নী তুমি
এ বেশে ? কোথায় যাত্রা করিছ প্রত্যাগে ?

অহল্যা । ধরা পড়িয়াছি ।

ইন্দ্র । [বাহিরে]—এস শীঘ্র চোলে এস । [বাহিরে শব্দ]

ইন্দ্রকে ধরিয়া চিরঞ্জীবের প্রবেশ ।

চিরঞ্জীব । তবে পলাতক বাবে কোথা ?

ইন্দ্র । ছাড় জীব !

প্রাণে যদি মরিয়া থাকে ।

চিরঞ্জীব । ই! চন্দ্রবদন !

[উভয়ে বৃদ্ধ । চিরঞ্জীবের প্রতি ইন্দ্রের বজ্রাঘ্নি নিক্ষেপ ও
চিরঞ্জীবের পতন]

অহল্যা । একি একি !

ইন্দ্র । শীঘ্র চোলে এস প্রাণেশ্বর ।

[অহল্যার হস্ত ধরিয়া আকর্ষণ করিয়া নিজগর্ভে]

তৃতীয় অঙ্ক ।



প্রথম দৃশ্য ।

—:O:—

স্থান—জনকের প্রাসাদ-কক্ষ । কাল—প্রভাত ।

জনক, গৌতম, চিরঞ্জীব, শতানন্দ ।

গৌতম । প্রবাস হইতে ফিরি' বন্ধু দেখিলাম—
আশ্রম কুটীর জনশূন্য । নিরুদ্দেশ
অহল্যা! প্রেরণী । মৌন আনন্দ বিধানে
আমার কুটীর চূড়া ; কুটীর-প্রান্তরে
শল্প শুল্ক তাহাদের রাজ্য পুরাতন
করিতেছে অধিকার ।

চিরঞ্জীব । চরিতেছে যুগু !

গৌতম । সন্নিহিত নিম্বকশিখরে বাহুড় -
রহিয়াছে নীড় । বন নিম্বক, মলিন ।
আশ্রমে প্রবেশমাত্র উঠিল চীৎকারি'
বিরাট পেচক এক ! বাহিরিয়া গেল
দেখিয়া আমারে । ডাকিলাম চীৎকারিয়া
“অহল্যা”—উত্তর মিল “অহল্যা” হৃদয়

বনপ্রতিধ্বনি উপহাসি' । বাহিরিয়া
আসিল শুধন শিষ্য মাধুরী । কহিল
কেহ সে আশ্রমে নাই । শিষ্য চিরঞ্জীব
আহত কুটীরে । শতানন্দ প্রিয়তম
পরিত্যক্ত মৃতবৎ, বাঁচিয়াছে বহু
শুক্রবার ! নিকৃৎদেশ অহল্যা ।

জনক ।

করিলে

অধেষণ গৌতমীর ?

চিরঞ্জীব ।

বহু অধেষণ,

বন হ'তে বনান্তরে । কোনই সন্ধান
মিলিল না ।

জনক ।

তার পর ?

চিরঞ্জীব ।

কহিলাম আমি

সদ্বীক সংসার যদি না করিতে পারো
কেন এই বিড়ম্বনা—উদাহরণ ?

গৌতম ।

সত্য চিরঞ্জীব ।

চিরঞ্জীব ।

প্রভু শুনিলেন যবে,

অহল্যা উজ্জীরমান লম্পটের সনে ।

কহিলেন “অসম্ভব” । কহিলাম আমি

“এ শাস্ত্রমত প্রভু—প্রোষিত-ভর্জক

দোষ নাই”—তবে কিহু রাজর্ষি ! লম্পট

কি ছুড়িয়া মারিল আমারে নাহি জানি ।

অকৃত সে প্রহরণ অগ্নিসম তেজে ।

গৌতম ।

রাজর্ষি ! জীবনে আর অসুখাগ নাই—

তৃতীয় অঙ্ক ।]

পাহাণী ।

[প্রথম দৃশ্য ।

সংসারে প্রবৃত্তি নাই । চলিলাম আছি
ছাড়ি' বনগ্রাম শিষ্যদম্পতীর সনে ।

জনক । কোথা যাবে প্রিয়বর ?

গৌতম । সুদূর কৈলাসে

গুনিয়াছি সে পর্বত অতি মনোহর,
অতীব নির্জন ! দিব সকল কামনা
সকল সাধনা চিন্তা একান্ত আগ্রহে
বিশ্বনিয়ন্তার পদে ।

জনক । নিজ তপোবনে

কর না তপস্তা ?

গৌতম । পারিব না প্রিয়বর !

সুখস্বতীময় মম রম্য তপোবন
সতত জাগারে দিবে অতীত কাহিনী ।

জনক । বড়ই করুণ বার্তা ।

গৌতম । বুদ্ধি এ বেদনা

বিভূর মঙ্গল বিধি । ভুলিয়াছিলাম
বিশেষেরে এত দিন, মায়ার জড়িত,
আত্মসুখরত । বুঝি দয়াময় প্রভু
ছিন্ন করি' সে বন্ধন লইলেন টানি'
আমারে তাঁহার পানে !—যত বিশ্বপতি !
তোমার মঙ্গল ইচ্ছা পূর্ণ হোক ।

[উচ্ছ্বস্তে প্রণাম]

—সবে ।

হালকে, জীবনাবধিক পুত্র, সমর্পণ

করিলাম তব করে, রাজর্ষি ! দেখিও ।

জনক । পুত্রবৎ করিব লালন ।

গৌতম ।

প্রাণাধিক !

শতানন্দ ! চলিলাম । বুঝি আমি তোর

বড়ই নিষ্ঠুর পিতা ! আশৈশব তুই

পিতৃমাতৃস্নেহসুখে বঞ্চিত । ছাড়িয়া

গিয়াছে জননী তোর ! আমিও নিশ্চয়

চলিলাম ছাড়ি' । বৎস চলিলাম ! কত

আমারে করিস্ মনে । না, না, ভুলে যাস,

ফেলে দিস্ বন্ধ হ'তে টানি' উপাড়িয়া

নিষ্ঠুরজনকস্তুতি । ভাবিস্ বালক,

তাই পিতৃমাতৃহীন । [চুপন]

গেলাম রাখিয়া

অভিন্নকদয়বদ্ধ তোমার আলয়ে ।

চলিলাম বৎস ! [চুপন] বদ্ধ দেখিও বালকে !

অসহায় শিশু—আর কি বলিব—তুমি

জান সব । প্রিয়বর দেখিও । আমার

প্রাণের অধিক শতানন্দ স্পর্শন !

চলিলাম বৎস ! [চুপন] রাজর্ষি করিও ক্ষমা

হৃর্তাগ্য অক্ষম বৃদ্ধ গৌতমে ।

জনক ।

জানি না,

তোমার এ ভাগ্য কেন ? অথবা স্নেহ

এই তীব্র যন্ত্রণার কিনিতেছ তুমি

অনন্ত অক্ষয় পুণ্য

গৌতম । চলিলাম তবে ।

চিরজীব। “চলিলাম” “চলিলাম” এক শত বার
করার সমর্থ বুঝি, প্রভু যাইবার
ইচ্ছা নাই? কে মাথার দিবা দিবা তবে
কহিয়াছে “যাও যাও”।—থাকো না এখানে ?

গৌতম । না না চিরজীব চল ! মাদুরী কোথায় ?

চিরজীব। করিছে ক্রন্দন বহির্দ্বারে। চিরকাল
জীবাতির প্রিয়কায়া।

গৌতম । ତବେ ବଂଶ ଯାହି !

साहेब !

অনক । এস প্রিয়বর !

গৌতম । একবার

আর একবার চুপি । বৎস প্রাণাধিক ।

একটি চুষন তুই দিবি না পিতারে ?

[শতাব্দী চূড়ান্ত করিল]

গৌতম । একবার “বাবা” বোলে ডাক, শুনে যাই ।

भतानम् । वावा ! वावा !

গৌতম । না, যাইতে পারিব না আমি ।

बहिव संसारी ।

চিরজীব। তাহা পূর্ব হ'তে জানি। [বসিল]

গৌতম । হা অবোধ ! হা নিষ্ঠুর ! বালক ! বালক !

কেন ডাকিলি ও তোর মধুমাখা স্বরে

কোথায় বাইব ?—বৎস প্রিয় আশীষিক !

कि करिनि छूरे ?—ना ना बाक—बाहे, बाहे ।

তৃতীয় অঙ্ক ।]

পার্বতী ।

[দ্বিতীয় দৃশ্য ।

বালক ! মায়াবী শিশু ! কে তুই ? কেহ না ।

[সবেগে প্রস্থান]

চিরঞ্জীব । একপ ব্যাপার কিন্তু কতু দেখি নাই [প্রস্থান]

জনক । গৌতম তোমার নাহি তুলনা জগতে !

বৎস শতানন্দ ! চল বাই অস্থঃপুরে । [নিজাক্ত]

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

স্থান—রাজ্য দশরথের সভাকক্ষ । কাল—প্রভাত ।

দশরথ, বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ, রাম ও লক্ষ্মণ ।

বিশ্বামিত্র । দাও মহারাজ পুত্রঘরে ! পুনরায়
যাক্কা করি ।

দশরথ । বুঝিব কি অমিতপ্রভাব
বিশ্বামিত্র মহর্ষি অক্ষম নিবারিতে
রাক্ষসের অত্যাচার ?

বিশ্বামিত্র । ব্রাহ্মণ বস্ত্রপি
করিবে সমর, ছাড়ি' তপস্তা অর্চনা,
কোন্ কৰ্ম্ম কত্রিরের ?

দশরথ । সত্য কথা, প্রভু ;
দিতৈছি সেনানী কিম্বা আপনি বাইব
বধিব রাক্ষসে যুদ্ধে । উহার বালক ;
কিভাবে বুঝিবে হৃদয়িত রাক্ষস সহ ?
করা কর ।

বিশ্বামিত্র । নরপতি ! ক্ষত্রিয় ভূপতি
কাতর সময়ক্ষেত্রে পুত্রে পাঠাইতে ?
উত্তম ! ক্ষত্রিয় তুমি ?

দশরথ । উহারা বালক ।

বিশ্বামিত্র । বারম্বার এক কথা—“উহারা বালক !”
জানো না কি দশরথ, যে দিন ক্ষত্রিয়
সক্ষম ধরিতে অস্ত্র, সে দিন হইতে
যুদ্ধই ব্যবসা তার, যুদ্ধই কামনা,
যুদ্ধ চিন্তা আগ্রহে নিদ্রায় ।

দশরথ । শিশুদ্বয়

অস্ত্রবিশারদ নহে মহর্ষি—

বিশ্বামিত্র । —হা ধিক্ !

“ক্ষত্রিয় দ্বাদশবর্ষ বয়সে অক্ষম,
অশিক্ষিত যুদ্ধশাস্ত্রে”—এ কথা বলিতে
হইল না অপমানে ক্লঙ্কিত রসনা,
রক্তিম কপোল ? যদি সমরে অক্ষম,
হইবে নিহত যুদ্ধে । কি করিব ? যদি
সমরে অক্ষম, তবু ক্ষত্রিয় ইহারা,
আশা করি ভীক নহে ।

দশরথ । জানো ঋষিবর !

বহু তপস্তার ধন এই পুত্রদ্বয় ।

বিশ্বামিত্র । রাখো নরপতি অহুনাসিকা কাহুতি,
দ্বিবে কি না দ্বিবে ?

বশিষ্ঠ । পূর্ণ কর নরপতি—

ঋষির প্রার্থনা । যবে মহর্ষি সহায়
ভর নাই ।

দশরথ । গুরুদেব ! তবে তাই হোক ।

নিরে বাণ পুত্রদ্বয়ে মূনিবর । আজি
তোমার আশ্রয়ে শ্রদ্ধ দিলাম সঁপিয়া
প্রাণাধিক শ্রীরাম লক্ষ্মণে ।—নিরে বাণ ।

বিশ্বামিত্র । কৃতার্থ, ভূপতি !—সত্য কথা, মহারাজ
জানি শিশুর নহে শত্রুবিশারদ
অতিরিক্ত পিতৃস্নেহে । তবু সিয়াছি তাই
তোমাতে এক্ষণে । করিতেছ অবহেলা
অস্ত্রায় বাৎসল্যে পিতৃ কর্তব্যে ভূপতি !
আসিয়াছিলাম, সত্য, চাহিতে তোমার,
সেনানীনাহায্য ; কিন্তু দেখিলাম আমি',
অশিক্ষিত যোগ্য তব রাজপুত্রদ্বয় ;
যুদ্ধ বিনা যুদ্ধশিক্ষা অসম্ভব । তাই
চাহিতেছি শ্রীরাম লক্ষ্মণে । চিন্তা নাই ;
আমি শিক্ষা দিব, আমি রহিব নিকটে ।
তাহারা পিতার বক্ষে কিরিরে কুশলে ।

দশরথ । তাই হোক ঋষিবর ! [অগতঃ] তথাপি রহিল
ভরত শত্রুয় । ভাগ্যবশে সত্যহলে
তাহারা অনুপস্থিত । ঋষির অজ্ঞাত
তাহাদের অস্তিত্ব । [প্রকান্তে] মহর্ষি । তাই হোক ।

[সকলে নিষ্কান্ত]

তৃতীয় দৃশ্য ।

স্থান—বনভাস্করস্থ পথ । কাল—গোধূলি ।

চিরঞ্জীব ও মাধুরী ।

চিরঞ্জীব । তুই আমার সঙ্গে ছাড়'বিনে ?

মাধুরী । না প্রভু ।

চিরঞ্জীবের গীত ।

হায় রে সংসার সবই অসার, বিধির মহাচুক ।

অস্তির চাহিতে নাস্তি বেশী, সৃষ্টির চাইতে শূন্য ।

বস্তা বস্তা পাপের মধ্যে কতটুকু পুণ্য ॥

আলোর চাইতে আঁধার বেশী, স্বপ্নের চাইতে সিদ্ধ ।

মহামৃত্যুর মধ্যে জন্ম কতটুকু বিন্দু ॥

সত্যের চাইতে মিথ্যা বেশী, ধর্মের চাইতে তন্ত্র ।

ভক্তির চাইতে কৌতূহল বেশী, পূজার চাইতে মন্ত্র ॥

কুলের চাইতে পত্র বেশী, মণির চাইতে কর্দম ।

স্বপ্ন কান্তির পরেই ভাব্যার তর্জ্জন গর্জ্জন হর্দম ।

তুই কিরে বা, এখনো বলছি ।

মাধুরী । কেন আমি তোমার কি অনিষ্ট ক'ছি ?

চিরঞ্জীব । অনিষ্ট ?—সমূহ অনিষ্ট । তুই ক্রমাগত আমার পায়ে
জড়িয়ে থাকিস্ । কিরে বা । ঘাবি নে ?

মাধুরী । না ।

[চিরঞ্জীবের হতাশভাবে দীর্ঘশ্বাস ও পুনরাবৃত্ত গীত]

ব্রহ্মার চাইতে বিষ্ণু বড়, ব্রহ্মার খলি ফর্সা ।
 বিষ্ণুর কাছে কিন্তু আজো রাখি কিঞ্চিৎ ভরসা ॥
 ভক্তার চাইতে ভাৰ্য্যা বড়, ভক্তা বাড়ীর কত্তা ।
 কিন্তু রন্ধনাদি কার্যো ভাৰ্য্যা ভক্তার ভক্তা ॥
 শক্তির চাইতে ভক্তি বড়, শক্তের নিজের শক্তি ।
 ভক্তের জগৎ শক্তি যোগান মহত্তর ব্যক্তি ॥
 পত্নীর চাইতে শ্যালী বড়, যে স্ত্রীর নাইক ভগ্নী ।
 সে স্ত্রী পরিত্যক্তা, ও তার কপালেতে অগ্নি ॥

তবু গেলি নে ? কথা শুনি স্নেহে কেন ? ঐ ত তোমার দোষ ।

মাধুরী । ঐ আদেশটি কোরো না প্রভু ! তুমি আমার স্বামী, আমি তোমার স্ত্রী । যেখানে তোমার গতি, সেখানে আমার গতি । শাস্ত্রে বলে স্ত্রী ছাড়ার মত পতির অঙ্গুগমন কোরোঁ ।

চিরঞ্জীব । তা হ'লে বলতে হবে যে শাস্ত্র অঙ্গুগারে পতির অবস্থাটা ভরত্বর শোচনীয় । যেখানে যাবে, সঙ্গে সঙ্গে পাখারা ?—একটু নিরবিলি নেই ? পতি এমনই কি পূৰ্ব্বেজন্মে পাপ ক'রেছিল ? এখনো ফিরে যা । নৈলে ভাল হবে না বলছি । যাবি নে ?

মাধুরী । না !

চিরঞ্জীবের গীত ।

বাহুর চাইতে পৃষ্ঠ ভালো, ক্রোধের চাইতে ক্রন্দন ।

হাস্তের চাইতে অনেক ভালো গলে রক্তক্ষয়ন ॥

মুক্ত শত্রু বরং ভাল, নয় তা ভণ্ড মিত্র ।
 আসল প্রেমের চেয়ে ভাল কাব্যে প্রেমের চিত্র ।
 গুপ্ত প্রেমের পরিণামে আছেই আছে শাস্তি ।
 বিবাহ যে করে, মুখ' সে যৎপরোনাস্তি ॥
 পত্নীর চাইতে কুমীর ভালো, বলে সর্বশাস্ত্রী ।
 কুমীর ধ'লে ছাড়ে তবু, ধ'লে ছাড়ে না স্ত্রী ॥

স্বাধু তুই যে ভূতের মত আমার ঘাড়ে চেপেই রৈলি ? যদি ফিরে না
 বাস ত তোকে এই জারগার গলাটিপে ধোরে মেরে ফেলে পু'তে রেখে
 যাবো । গৌতম অনেক আগিরে । সন্ধ্যা হ'রে এয়েছে । রাত্তা জনশূন্ত ।

মাদুস্রী । আমি এমনই কি অপরাধ ক'রিছি ?

চিরঞ্জীব । তুই পিশাচী ডাইনী । তোর মেহে, তোর আগ্রহে,
 তোর সেবার, দিবারাত্র আমাকে জড়াবার চেষ্টায় আছি। আমাকে
 বাছ ক'ছি, মত্ত ক'ছি। আমার সর্বনাশ হবার যোগাড় হ'চ্ছে ।
 মধ্যে মধ্যে মনে হয় যে আমি ত্যেকে একটু একটু ভালবাসি । কৈ
 আগে তো বাস্তব না ?

মাদুস্রী । তা ভালবাসলেই বা । জীকে স্বামী ভাল বাসবে,
 ইতে দোষ কি ?

চিরঞ্জীব । আবার তর্ক ক'র্তে আরম্ভ ক'রে।—কিরে বাবি নে ?

মাদুস্রী । না ।

চিরঞ্জীব । গুরে মত্ত বাঘ খেলেরে—

[মাদুস্রীকে ধাক্কা দিয়া কেলিয়া ঘোড়িয়া পলায়ন]

চতুর্থ দৃশ্য ।

হান—কৈলাস-নিধর । কাল—সন্ধ্যা ।

অহল্যা একাকিনী ।

অহল্যা । অমিলান বহু স্থানে ।—পুরে, জনপথে,
ক্ষেত্রে, কূলে, উপবনে, পর্বতশিখরে ।
কিস্তি স্থখ !—কোথা স্থখ ?—চন্দর ভেদিয়া
নিভা উঠে এক মর্ম্মভেদী দীর্ঘবাস ।
আকুল অধীর চিত্ত অনন্ত বিবাদে
ছেরে আসে । মিলনের তীব্র সুরাপানে,
কণেক ভুলিয়া থাকি এ তীক্ষ্ণ বহুশা ।
আবার জাগিয়া উঠে থাকিয়া থাকিয়া
পাপের বিরাট মূর্তি ।—চাহিয়া সহসা
দেখি এক ভীম গর্ভ—বার তল নাই,
বার মধ্যে আলো নাই, শব্দ নাই ; বার
করাল ব্যাদান আছে নিত্য নিরন্তর
আমারে করিতে গ্রাস ।

এই পরিণাম !

এই ভক্ত করিয়াছি ঘৃণ্য ব্যক্তিচার,
পুত্র হত্যা, আমি পাতকিনী । কর্ণে বাজে—
আজিও সে অস্তিত্ব ক্রন্দন । “মা মা”—এ কি—
ডাকিলি আমারে পুত্র ! না, এ প্রতিধ্বনি !
এ কল্পনা ।

কল্পনা ? না এ কল্পনা নহে ;—

এ কল্পনা নহে ।—পৃথিবীর গর্ভ হ’তে

আকাশের প্রান্ত হ'তে, আসে এ জনন ।

দিবার প্রথর দীপ্তি সমাচ্ছন্ন করি' ;

গাঢ়তর করি' গাঢ় নৈশ অন্ধকার ;

ছাপিয়া, ককণ করি, সমীত সুন্দর ;

পর্কিত বিদীর্ণ করি ; শূন্য ভিন্ন করি ;—

উঠে সে জনন ।—সেই করুণ কাতর

রক্ত শব্দ, হস্ত তুলি' নীরব কাকূতি ;—

জননীর কাছে সম্মানের হস্ত তুলি'

নিফল জীবন-ভিক্ষা ।—অহো জগদীশ !

এত অন্ধ হয় নারী ; এতই নিশ্চয়

.. হয় মাতা, পড়িলে কামের প্রলোভনে ?

—আবার ডাকিলি পুত্র ? এই বাই ।—আজি

করিব সে পাপ ঘোঁত আপন শোণিতে ।

এই যে ছুরিকা । দীপ্ত, শাণিত, সুন্দর,

এই যে ছুরিকা । এত ভয়ঙ্কর !

এ এস নেমে

তম ।—পান কর

অহল্যার তপ্ত রক্ত ; বিশ্ব পৃষ্ঠ হ'তে

যুছে দাও অহল্যার নাম ।—বর্তমান

আবার ডাকিলি ? বাই, দাঁড়া, এই বাই—

[বকে ছুরিকাঘাত করিতে উদ্ভত । পশ্চাৎ হইতে মদন আসিয়া

তাহার হস্ত ধরিল]

অহল্যা । কে তুমি ?

মদন । কমিও মেবি । তব পরতলে

রাখিলাম অস্ত্র এই । পরিবর্তে তার
ধর এই সুধাপাত্র পূর্ণ বিদ্যায়রে ।

রত্নের প্রবেশ ।

রতি । কি করিছ মূঢ় নারী ! এ বসন্ত কাল ;
এমন বাতাস ; ওই স্বচ্ছ নীলাশ্বরে
পূর্ণ চক্রে ; এ পুষ্কিত কুঞ্জ ;—একি সখি,
আত্মহত্যা করিবার উপযুক্ত স্থান,
উপযুক্ত কাল ? হি ছি !!

হাঁ যখন নামে

ধূসর আকাশ হ'তে চূর্ণ বারিকণা,—
সুখ্যালোকহীন এক পঙ্খিল দিবস ;
গন্তময় অপরাহ্ন ; ডাকে না কোকিল ;
দীর্ঘশ্বাস ফেলে উষ্ণ সমুদ্র বাতাস ;
শূন্য মাঠ, ক্ষেত্রে জল, রাস্তায় কর্দম ;
—হাঁ তখন আত্মহত্যা কর, ক্ষতি নাই ;
অন্ততঃ সে এত ক্লম এত বিসমৃশ
ঠেকে না কাহার চক্ষে

মদন ।

এ বসন্ত কাল,

এ সৌন্দর্যরাসি, আর এ ভরা যৌবন,
এর সঙ্গে আত্মহত্যা ?—একি শোভা পায় ?
একি সখি হয় ?—এ যে খাঁটি হৃদয়—
একান্ত অতল কায় !

রতি ।

এ — এ — এ —

আছেই ত এক দিন ।

ডাকিতে হয় না । কতটুকু এ জীবন ?

কেন, কিবা প্রয়োজন, সংক্ষিপ্ত করিয়া

স্বতঃই সংক্ষিপ্ত বস্তু ? যত দিন প্রাণ,

সন্তোষ করিয়া লও, যেরূপ সম্ভব ।

অহল্যা । সত্য কহিয়াছ বন্ধু, সত্য কহিয়াছ

প্রিয় সখি ! দাও সুরা—যাই, জলে' যাই—

দাও সুরা । নিভাই এ তীব্র তীক্ষ্ণ জ্বালা । [সুধাপান]

আবার ! [পান] আবার ! [পান] সত্য কহিয়াছ সখি

“সন্তোষ করিয়া লও ।” পরে ? তার পরে ?—

যা হবার হবে । সন্তোষ করিয়া লও ।

—আবার ডাকিলি শতানন্দ ? যা যা তুই

মুচ শিও । পুত্র ? কোথা পুত্র ?—পুত্র নাই

কখন ছিল না পুত্র ; কে বলিবে আমি

কহিয়াছি পুত্রহত্যা । করি নাই । ঢালো

আবার মদ্য ; পান কর [পান] নাচো, গাও—

মদন ও রত্নের গীত ।

ফুল ফুটেছে, চাঁদ উঠেছে, আসছে ভেসে মলয় বায় ।

সাদা সাদা মেঘগুলি ঐ যাচ্ছে ভেসে নীলিমায় ॥

বনের মধ্যে কোকিল পাখী, থেকে থেকে উঠছে ডাকি ;

শিরীষ আশ্রয় মুকুল গন্ধ ভেসে ভেসে আসছে তার ।

এমন দিনে, এমন রাতে, এমন সময়, এমন ঠাঁয়ে,

আপন মনের মানুষ বিনা প্রাণ খোরে কি থাকে যায় ॥

অহল্যা । অত্যাশ্রয় ! অত্যাশ্রয় ! আহা মরি মরি ।

প্রাণেশ্বর ! কোথা প্রাণেশ্বর ! এনে দাও

অহল্যা । কোথা যাবে ?

ইন্দ্র । যাব স্বর্গে ফির' ।

অহল্যা । স্বর্গে ? কেন ?

এই নহে আমাদের স্বর্গ ?—করে কর,
বন্ধে বন্ধ, অধরে অধর । শিরোপরি
প্রসারিত অনন্ত নিখিল, পদতলে
উচ্ছ্বসিত শ্রামবিশ্ব—এই স্বর্গ নহে ?
না না নাথ, স্বর্গরাজ্য লুপ্ত হ'য়ে যাক্,
সৃষ্টি হ'তে । স্বর্গে আমি চাহি না যাইতে ।

ইন্দ্র । তুমি যাইবে না । আমি যাইব একাকী ।

অহল্যা । একাকী ? একাকী ? আর—আমি ?

ইন্দ্র । আর তুমি

ফিরে যাও মিথিলায় আপন আশ্রমে ।

অহল্যা । এ অপূর্ব পরিহাস !

ইন্দ্র । পরিহাস নহে

সত্য বাণী । অহল্যা কি বলিতে হইবে ?

বুঝ নাই ?

অহল্যা । কি বুঝিবে ? কিছু বুঝি নাই—

ইন্দ্র । —তবে শোন । এতদিন ভুঞ্জিছি তোমারে,

মিটেছে লালসা মম ! আর নাছি চাহি ।

বুঝ নাই নিম্নগামী প্রেমের প্রবাহ,

উদাস সঙ্কোচ, লব্ধ আশ্রয় সম্প্রতি ?

নিতেছে লালসাবন্ধি, মিটেছে দিপাসা ।

অহল্যা । অনিতেছি তিক ! অনিতেছ হে পর্কত ?

শুনিতেন—

সত্য, কোথায় ?

নাহ, মিটেছে পিপাসা ?

না জাগ্রত আমি অথবা নিদ্রিত ।

অথ দেখিতেছি নাকি ? “মিটেছে পিপাসা ?”

মিটে কি জগতে প্রভু প্রেমের পিপাসা ?

আমার ত মিটে নাই । সত্য, দেবরাজ

মিটেছে তোমার আজি প্রেমের পিপাসা ?

ইন্দ্র । অহল্যা বালিকা নহ তুমি । বুঝ না কি

যে বন্ধনে আবদ্ধ ছিলাম এত দিন,

তাহা প্রেম নহে, তাহা লিপ্সা ?

অহল্যা ।

সত্য ? সত্য ?

প্রেম নহে ?—তাহা লিপ্সা ? শুনিতেন ঠিক ?

দেখি, দেখি,—কিছুই যে বুঝিতে পারি না—

তুমি ইন্দ্র ? আর আমি অহল্যা ?—এ কথা,—

এতদূর ঠিক ? কিম্বা সব অশ্রু ? কিছু

বুঝিতে পারি না ।—অহো !—যুগিছে মস্তক ।

[একটি বৃক্ষে পৃষ্ঠ দিয়া দণ্ডায়মান]

ইন্দ্র । অহল্যা ফিরিয়া বাও !

অহল্যা । কোথায় ?

ইন্দ্র । স্বদেশে ।

অহল্যা । স্বদেশে ? কাহার কাছে ?

ইন্দ্র । ভয়ে, এত দিনে

ফিরিয়াছে আশ্রমে গৌতম !

অহল্যা ।

কি বলিছ ?

করিছ কাহার নাম ? সেই পুণ্য নাম
 আমাদের মধ্যে করিও না উচ্চারণ ;
 সে পবিত্র নাম ওই পঙ্কিলনিঃখাসে
 করিও না কলুষিত । সংজ্ঞা হারাইব,
 ক্ষিপ্ত হ'য়ে যাব ।—ধরি চরণে তোমার,—
 ভিক্ষা মাগি—শুধু করিও না উচ্চারণ
 সেই নাম ।—ফিরে যাব তাঁর আলিঙ্গনে ?
 সত্য ?—ধন্য দেবরাজ !—ধন্য বিবেচনা !
 কিরূপে कहিলে এই হাস্তকর বাণী ?
 লম্পটের পাপল্পর্শ হ'তে নিঃসঙ্কোচে
 ফিরে যাব মহর্ষির পুণ্য আলিঙ্গনে ?
 ধরিব সে মহর্ষির পবিত্র জিহবার
 তোমার উচ্চিষ্ট বারি ?—জানো না ?—যে দিন
 ছাড়িয়াছি পুণ্যাশ্রম তুণ্য অভিশ্রমে,
 সেই দিন ছাড়িয়াছি সে আশ্রম পুনঃ
 ল্পর্শ করিবার স্বত্ব ? যেই দিন পাপ
 লম্পটের সনে নামিয়াছি শ্লগভীর
 নরকগহবরে, সেই দিন পরিত্যক্ত
 করিয়াছি, স্বর্গে প্রবেশের অধিকার !—

ইহা ।

অহল্যা, অহল্যা, তুমি—

অহল্যা ।

—সেই দিন হ'তে,

সে নরকে, আমরণ ভূমিই আমার
 সর্বস্ব, হৃদয়েশ্বর, জীবনবল্লভ ।

আপনাকে ঘৃণা করি, তবে সহবাসে—
সহস্র ধিক্কার দিই,—তথাপি, তথাপি,
তোমারেই বাসিয়াছি ভাল ; ভালবাসি ;
জীবনে মরণে তুমি মোর প্রাণেশ্বর ।

ইন্দ্র । অহল্যা এ কথা যুক্তি ! আমি স্বর্গপতি
দেবেন্দ্র ; মানবী তুমি । প্রেম কি সম্ভবে
তোমার আমার মধ্যে ?

অহল্যা । যদি না সম্ভবে,
কেন ভুলাইলে কুলবধু ? কেন তবে
শাস্ত পূণ্যাশ্রম হ'তে টানিয়া আনিলে ?
ছিলাম আপন ক্ষুদ্র সুখ হুঃখ ল'রে ।
কেন দেখা দিলে তুমি পূর্ণিমাফিরণে,
কোকিল ঝঙ্কারে, দ্বিজ সাক্ষা সমীরণে
কেন ভুলাইলে মোরে বড়বয়স ক'রি ?
কাঁদ পাতি' ধরিলে এ বস্ত্র হরিণীয়ে ?
আদর করিয়া গায়ে হস্ত বুলাইয়া
হুদিন, তাহার পরে তার গলদেশে
বসাইতে ছুরি ?

ইন্দ্র । অতি নিম্নল প্রলাপ !—

অহল্যা ফিরিয়া যাও ।

অহল্যা । [কণেক চিন্তা করিয়া] শোন প্রিয়তম !
কিছু বলিবার আছে [হস্তধারণ]

ইন্দ্র । ছাড়ো,—হস্ত ছাড়ো !

অহল্যা । এতদূর ? যাও তবে নির্ধন নির্ভর !

যাও স্বর্গে ফিরি' ।—ভূলে যাও অহল্যারে ।
না দেবেজ্ঞ ! পারিবে না ভুলিতে তাহারে ।
তাও স্বর্গে ফিরি' । কিন্তু জানিও সুরেশ
রহিবে আমার স্মৃতি মিশিয়া তোমার
হৃদয়শোণিতে চিরদিন । যাও, যাও,—
আগারে নিদ্রায় যেন শিহরিয়া উঠ
দেখিয়া ভৈরবী ছায়া আমার প্রত্যহ ;
যাও স্বর্গে ফিরি' । আমি রহিব তোমার
অনন্ত দুঃস্বপ্ন সম অনন্ত জীবনে ।

ইন্দ্র । উত্তম অহল্যা ! তবে যাই [প্রস্থানোত্তত]
অহল্যা । [সহসা ধরিয়া পদতলে পড়িয়া] কোথা যাও ?
যাইও না প্রিয় ! এখনো যুবতী আমি ;
দশ বর্ষ ধরি' পান করিয়াছ বটে
এ রূপের তীব্রসুখ ; পাতে চেয়ে দেখ
আরো আছে । আরো দিতে পারি । দেখ চেয়ে
এই ঘন দীর্ঘ কেশগুচ্ছ ; এই শুভ্র
কুন্দ দন্তপাতি ; এই সুগোল স্তন্য
তরী দেহলতা ; এই লালসা-বিহ্বল
আকর্ষ-বিশ্রান্ত চক্ষু ; রক্ত বিবাহর ;
পীন বক্ষ,—বত চাহ দিব, বত চাহ
পান কর ।—যাইও না ।

ইন্দ্র ।

নিফল কাকুতি—

চলিলাম !

অহল্যা ।

—সত্য ? বাবে ? কোথা বাবে যাই ?

ভূলাইতে অস্ত্র কুলবধু ? সুখী হবে
লেপিয়া ললাটে মোর কলঙ্ককালিমা ?
ভাসাইয়া দিয়া মূৰ্খ আমারে অকূলে
নির্ম্মন লম্পট ! যাবে ? যাবে ? এই যাও,
স্বৰ্গপতি—যাও, কিন্তু নহে স্বৰ্গে ফিরি' ।

[কটিদেশ হইতে ছুরিকা লইয়া ইন্দ্রের স্বন্ধে আমূল আরোপণ]

ইন্দ্র । ওঃ [পতন] কি করিলি রাক্ষসী পিশাচী নারকী ।

মদন । শাস্ত্রেই আছে—“যঃ পলায়তি স জীবতি ।”

[মদন ও রত্নির পলায়ন]

অহল্যা ।

হস্তে বদিয়াছি আপন সন্তানে,

রক্ত করিয়াছি তার তপ্ত ধমনীর
দ্রুত রক্তস্রোত ; আজি,—লইয়াছি, আজি
এই হস্তে, এই রক্তে তার প্রতিশোধ !
—দেখিয়াছি এতদিন রমনী প্রেমিকা
দেবরাজ ? দেখ আজি রমনী ভৈরবী !
হাঃ হাঃ ! এইখানে মরো, এইখানে পচো ।
ককক ভক্ষণ বস্ত শৃগাল শকুনি ।

[উদ্গাদবৎ অট্টহাস্য করিয়া নিজাক্ষ]

ইন্দ্র । পিশাচী—ঘাতকী—অহো—

গৌতম ও চিরঞ্জীবের প্রবেশ ।

চিরঞ্জীব ।

এই যে এখানে ।

অসাড়—সর্ব্বদা রক্ত—হী এই ত চাই—
ঘাতকটা গেল কোথা ?

গৌতম

দেখি নাড়ী দেখি—

এখনো জীবিত । চল আগ্রমে লইয়া
চিরঞ্জীব । দেখি যদি বাচাইতে পারি ।

[উভয়ের ইন্দ্রকে বহন করিয়া প্রস্থান]

চতুর্থ অঙ্ক ।



প্রথম দৃশ্য ।

স্থান—শরীর কক্ষ । কাল—সন্ধ্যা ।

দেবীগণসহ শচী আসীন ।

শচী । তা আমি কি ক'রু ?

অঞ্জনা । তা সত্যিই ত তুমি কি ক'রু ?

কালিন্দী । কিন্তু কথাটা ত ভাল নয় । পাঁচটি বছর আমি
নিরুদ্দেশ ।

অঞ্জনা । পাঁচ পাঁচটি বছর । সোজা কথা কি দিদি ।

শচী । তা আমি কি ক'রু ?

অঞ্জনা । তা সত্যিই ত—তুমি কি ক'রু ?

স্বাহা । লোকে কিন্তু ভাই কাণাকাণি ক'ছে ।

অঞ্জনা । ক'ছে বৈ কি । লোক কি আর রেয়াৎ কোরে চলবে
দিদি ?

শচী । কক্ক কাকাণি ।

অঞ্জনা । হাঁ—কাণাকাণি ক'লে ত বয়ে' গেল ।

বাকদী । কিন্তু স্বামীর একটা খোঁজ খবর ক'র্তে হয় ত বাছা ?

অঞ্জনা । তা আর হয় না ? খোঁজ খবর একটা ক'র্তে হয় বৈ কি ।

শচী । তা এ ত তাঁর এমন কিছু নতুন নয় ।

অঞ্জনা । তা আর এমন নতুন কি ?

কালিন্দী । তবু ত বাছা, স্বামী ।

অঞ্জনা । স্বামী বোলে স্বামী । দস্তুর মত বাড়ি বাড়িয়ে ধান দুর্কো
দিয়ে বিয়ে করা স্বামী ।

স্বাহা । হাঁ একটা খোঁজ নিতে হয় বৈ কি ।

অঞ্জনা । তা হয় না ?—খোঁজ নিতে হয় বৈ কি ।

শচী । তা খোঁজ আবার নেবো কি ?

অঞ্জনা । চঃ—কিসের খোঁজ ?

বারুণী । কোথায় যে দুব মা'লে ।

অঞ্জনা তাহাতে এক নিরাশাবাক্যক অঙ্গভঙ্গী করিল ।

কালিন্দী । মদন আর রতি তার সঙ্গে এখন ঘুরছে তখন এ একটা
কেলেঙ্কারি না হ'য়ে যায় না ।

অঞ্জনা । কেলেঙ্কারি বোলে কেলেঙ্কারি ! একেবারে চি চি !

স্বাহা । এই যে বলতে বলতে !—

শচী । কে ?

স্বাহা । রতি ।

অঞ্জনা । হাঁ রতিই ত বটে ।

কালিন্দী । নাঃ—রতি না !

অঞ্জনা । কোথায় রতি !

বারুণী । হঁ রতিই বটে ।

অঞ্জনা । রতি না হ'য়ে যায় না ।

কালিন্দী । উঁহঃ রতি না ।

অঞ্জনা । না না ।

রতির প্রবেশ ।

শচী । কি লো রতি !

অঞ্জনা । কি লো ! এত দিন পরে যে !

কালিন্দী । একলা না কি ?

বাহা । তীর্থযাত্রায় যাওয়া চ'য়েছিল না কি লো ?

বাকণী । বলি—দেবরাজের খবর কি ?

অঞ্জনা । সেই খবরটা আগে—

রতির প্রবেশ ।

আমি শুধু প্রেমের ব্যাপারী ।

আর কিছুর কি তুকা রাখি, আর কিছুর কি ধার ধারি ।

বিস্বাধরে সুধারামি, কুন্দ দাঁতে মুচ্কি হাসি,

কালো তারায় চাউনি মিঠে,—করি ইরির দোকানদারি ;

তার বিষয়ে দুটো কথা শুনতে চাও ত বলতে পারি ।

বেণী বাঁধা কুম্ভ কেশে, লম্বা কোরে পৃষ্ঠদেশে,

যদিও সে অনেক সময়ই পরের ধনে পোন্ধারি ;

কালো রঙে ফর্সা সেজে, যতদূর হয় ঘোষে মেজে,

পোরে রঙিন শাড়ী সঙিন, পুরুষ কেমন ভোলায় নারী ;

তারির বিষয় শুনতে চাও ত দুটো কথা বলতে পারি ।

চোখে কাজল ঈষৎ রেখায়, বাঁকা টেনে কেমন দেখায়,

কালো ঠোঁটে আলতা দেওয়া, আমার কৰ্ম্ম সর্কারি ;

নয়ন নীচু ক'ন্তে জানা, অঁচল খানি বুকে টানা,

সময়মারফিক বাহির করা ছটাক খানিক অশ্রু-বারি ;

এ সব বটে কতক জানি, এ সব কতক কৈতে পারি ।

চতুর্থ অঙ্ক ।

পাখাণী ।

[দ্বিতীয় দৃশ্য ।

শচী । এখন রজ্য রাখে দেখি !

অঞ্জনা । হ্যাঁ—এখন কি ভাই রজ্য ক'রার সময় ?

রতি । নয় ত কখন সময় ?

অঞ্জনা । তাও বটে । এখন ক'র্কে না ত আর কখন ক'র্কে ?

কালিন্দী । সে স্ত্রীলোকটার নাম কি ?

রতি । অহল্যা ।

বাঞ্ছাণী । দেবরাজ কোথায় ?

রতি । তাঁর ফিরে আসবার অবস্থা ঠিক নয় ।

স্বাহা । কি রকম ?

শচী । হেঁয়ালী রাখে । খবর শুনি ।

রতি । সে অনেক কথা । বলি, আগে ভেতরে ঢুকতে
আজ্ঞা হয় ।

[সকলে নিষ্ক্রান্ত]

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

স্থান—শতানন্দের গৃহের সম্মুখস্থ মিথিলার রাজপথ ।

কাল—মেঘাচ্ছন্ন সন্ধ্যা ।

অহল্যা দণ্ডায়মানা ।

অহল্যা । এই সে মিথিলা । সেই উচ্চ সৌধ-চূড়া,

সেই রাজপথ, সেই জনস্রোত বহে

পিপীলিকা-শ্রেণী-সম অশ্রান্ত উত্তমে ।

বাই গিয়া বসি ওই দারু বৃক্ষতলে ।

বিস্তৃত চরণে রক্ত পড়ে । চক্রে ছুটে

চতুর্থ অঙ্ক ।]

পাষাণী ।

[দ্বিতীয় দৃশ্য ।

শূলিন্স বহির । অহো বিধাতা ! [উপবেশন] কে ওই
আসিছে সমুচ্চ কোলাহলে ?—পুরবাসী ।

কতিপয় পুরবাসীর প্রবেশ ।

১ম পুরবাসী । না সটেকঁব মিথ্যা কথা ।

২য় পুরবাসী । শতানন্দ ঋষি

স্বয়ং এ শুভ বার্তা দিলেন আমারে ।

৩য় পুরবাসী । কোন্ শতানন্দ ?

২য় পুরবাসী । গৌতম মহর্ষি-পুত্র ।

১ম পুরবাসী । কবে ?

২য় পুরবাসী । কল্য প্রভাতে ।

৩য় পুরবাসী । মহর্ষি বিশ্বামিত্র ?

২য় পুরবাসী । বিশ্বামিত্র ।

৩য় পুরবাসী । সঙ্গে দশরথ-পুত্রস্বয় ?

১ম পুরবাসী । আসিছেন সত্য ?

২য় পুরবাসী । সত্য !

৩য় পুরবাসী । শুভ !!

১ম পুরবাসী । অতি শুভ !!!

চল যাই প্রচারি' এ বার্তা রাজপুরে ।

[পুরবাসীগণের প্রস্থান ।

অহল্যা । [উদ্ভিষ্টা] একি সত্য আমি স্বপ্ন দেখিতেছি নাকি ।

শতানন্দ জীবিত !—জীবিত !—পরমেশ !

ভিক্ষা দাও যেন এই বার্তা সত্য হয় ।

আর একদল পুরবাসীর প্রবেশ ।

১ম পুরবাসী । পুরুষের স্বর্গ ? ইহা প্রমাণ তাহার ।

৮৮]

চতুর্থ অঙ্ক ।]

পাৰ্বতী ।

[দ্বিতীয় দৃশ্য ।

২য় পুরবাসী । নারীর সত্য ? তার অহল্যা প্রমাণ ।

৩য় পুরবাসী । হুঁগা গোতম !

৪র্থ পুরবাসী । মিক্ অহল্যা হুঁমতি !

৩য় পুরবাসী । করিও না অহল্যার নাম উচ্চারণ ।

প্রতিবেশী !

২য় পুরবাসী । নারকী—

৪র্থ পুরবাসী । পিশাচী ।

৩য় পুরবাসী । বিচাচিলী ।

অহল্যা । [অগ্রসর হইয়া] কে তোমরা পুরবাসী ক্রত রসনার
কর অহল্যার কুৎসা ?

৩য় পুরবাসী । এ আবার কে রে ?

২য় পুরবাসী । তাই ত রে—পেট্রী না কি ?

১ম পুরবাসী । না, চিত্রবসনা

পাগুরা পলিতকেশী বল মা, কে তুমি ?

৩য় পুরবাসী । কে তুই ?

অহল্যা । যাহার নাম মুক্ত অশ্রদ্ধার

করিতেছ ব্যক্ত রাজপথে । পুরবাসী—

আমিই অহল্যা ।

২য় পুরবাসী । এ কি বলে ?

৩য় পুরবাসী । সত্য নাকি ?

৪র্থ পুরবাসী । এ অহল্যা বটে ।—মার্ মার্—

২য় পুরবাসী । মার্ মার্ ।

১ম পুরবাসী । ছেড়ে নাও অসহায়ী স্রীলোকে ।

৩য় পুরবাসী । অসতী—

চতুর্থ অঙ্ক ।

পাণ্ডীগী ।

[দ্বিতীয় দৃশ্য ।

২য় পুরবাসী । দুৰ্জ্জ্ঞা অহল্যা এই—

৪র্থ পুরবাসী ।

মার্

পাণ্ডিয়সী—

অহল্যা । নহি পাণ্ডিয়সী, নহি দুৰ্জ্জ্ঞা অসতী ।

আগে শোন ইতিবৃত্ত ।

২য় পুরবাসী ।

মার্—

৩য় পুরবাসী ।

মার্ মার্ । [প্রহার]

শতানন্দের প্রবেশ ।

শতানন্দ । কি করিছ পুরবাসী ! একি অত্যাচার

দুৰ্জ্জ্ঞা নারীর প্রতি ।

২য় পুরবাসী ।

দুৰ্জ্জ্ঞা অসতী—

শতানন্দ ।

কেন ?—কি ক'রেছে নারী—[অহল্যাকে]

মা তোমার নাম ?

অহল্যা ।

অহল্যা আমার নাম ।

শতানন্দ ।

অহল্যা !—তাপসী ?—

গৌতম-রমণী ?—

অহল্যা ।

সত্য । গৌতম-রমণী ।

শতানন্দ ।

পুরবাসী ঘরে যাও ; শাস্ত্রীয় বিধান

করিব এ তাপসীর ।

৩য় পুরবাসী ।

শূলে দিতে হবে—

৪র্থ পুরবাসী ।

না না মহাশয় ! বহিষ্কৃত কোরে দাও

যন্তক সুওন করি' নগর বাহিরে ।

শতানন্দ ।

করিব কর্তব্য বাহা । শাস্ত্রীয় প্রতি

৮৮]

দণ্ডদান ব্রাহ্মণের অধিকার ।—বাও ।

[পুরবাসীদিগের প্রস্থান]

শতানন্দ । অহল্যা তোমার নাম ? কি চাহো ভাপসী
মিথিলা নগরে ?

অহল্যা । পুত্র শতানন্দে !

শতানন্দ । পুত্র

শতানন্দে ? প্রয়োজন ?

অহল্যা । কে তুমি যুবক !

পরিচিতসম মুখমণ্ডল,—সুন্দর

সুগৌর, সুভঙ্গ, দীর্ঘদেহ ?—কণ্ঠস্বর

বড়পি বিস্তর, রক্ত, গলাদ,—তথাপি

যেন পরিচিত । মনে কর—মনে হয়—

কে তুমি যুবক ?—তুমি—তুমি কি—

শতানন্দ । হাঁ আমি

শতানন্দ ।

অহল্যা । তুমি ? তুমি ? [অগ্রসর হইলেন]

শতানন্দ । [পশ্চাৎপদ হইয়া] কি বলিতে চাহো ?

অহল্যা । কি বলিতে চাহি ?—বৎস—[আলিঙ্গন করিতে উদ্ভূত]

শতানন্দ । কণ্ঠ হও নারী !

উজ্জ্বলের প্রয়োজন নাই । পরিভাগ

করিয়াছ বহুদিন পুত্রে বৎস বলি'

সম্বোধন করিবার অধিকার ।—বাও—

পাইবে না শতানন্দে ।—বাও কিরে বাও—

বাও বর্ণে, ব্রহ্মলোকে, বৈকুণ্ঠে, কৈলাসে—

মর্ত্যে কি নরকে—শতানন্দে পাইবে না ।

—অতুচ্ছা কি তুমি নারী ? এই পথ দিয়া

যাও ওই দেবালয়ে ; পাইবে আশ্রয়,

ভক্ষ্য ও পানীয় ।—ওই উঠেছে ঝটিকা

ঘনাইয়া আসে অন্ধকার ।—চলে' যাও ।

[গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ ও দ্বাররোধ]

অহল্যা । অসীম করুণাময় তুমি পুত্র !—অহো

কেন দার্ণ হইলে না ধরিজী শতধা ?

—এ কি বক্র নিয়ম তোমার মহেশ্বর ?

আমি কলঙ্কিনী সত্য । কিন্তু কার দোষে ?

কে রোপিয়াছিল এই স্বর্ণ-লতিকারে

নীরসপাষণত্ব পে ? কে বা প্রলোভনে

ভুলাইল অসহায় দুর্ব্বলা রমণী ?

কে তাহারে নিক্ষেপিল করিয়া সঙ্কোপ

শূণ্ড পাত্র সম, পান করি' তীব্র সুরা ?

নহে সে নির্ধম ক্রুর পুরুষ ? তথাপি

শুধু আমি দোষী একা সমাজ-বিচারে ?

—বহ প্রভঞ্জন । নেমে এস জলধারা

গর্জ মন্ত হুঙ্কারে অশনি । ঢেকে এস

দশ দিক কাল নিশিধিনী । কেহ নহ

নির্ধম, যেমতি ক্রুর পুরুষ নির্ধম ।

—বহ বহ ঝড়া কয় চূর্ণ ধূলিসাৎ

এই অরাজক রাজ্য।—ভৈরব-উল্লাসে

দাঁড়ারে দেখুক তাহা অহলা পাষাণী ।

[উদ্ভাসিনী অবস্থার নিজস্ব]

তৃতীয় দৃশ্য ।

স্থান—কৈলাস পর্বত । কাল—প্রভাত ।

[গৌতম ও চিরঞ্জীব]

দূরে যোগীদিগের গান ।

প্রতিমা দিয়ে কি পূজিব তোমারে

এ বিশ্বনিখিল তোমারি প্রতিমা ;

মন্দির তোমার কি গড়িব, মা গো !

মন্দির যাঁহার দিগন্ত নীলিমা ।

তোমার প্রতিমা শশী, তারা, রবি,

সাগর, নিকর, ভূধর, অটবী,

নিকুঞ্জভবন, বসন্তপবন

তরু, লতা, ফল, ফুলমধুরিমা ।

গৌতম । কি মহান্ দৃশ্য !—দূরে নিশ্চল নীরব

স্তম্ভ ভূধরের স্তূপ ; উপরে অসীম

নীলিমা-প্রসার ; নিম্নে নিশ্চল কঠিন

দৃশ্য পর্বতের স্তর—দিগন্ত বিস্তৃত

দৃঢ় প্রস্তরের ডেউ । দৃশ্য,—কি মহান্

কি নিশ্চল, কি উদার, কুশল, গভীর !

পুনরায় গীত ।

সত্তীর পবিত্র প্রণয় মধু,—মা !

শিশুর হাসিটি, জননীর চুমা,

সাপুর ভক্তি, প্রতিভা, শক্তি,

— তোমারি মাদুরী তোমারি মহিমা ;

যেই দিকে চাই এ নিখিলভূমি—

শতরূপে মা গো বিরাজিত তুমি,

বসন্তে, কি শীতে, দিবসে, নিশাপে,

বিকশিত তব বিভবগরিমা ।

গৌতম । হেন স্তব রম্যতম গভীর নিচ্ছনে,—

মম্বোর সন্ধি হয় প্রকাতর সনে ;

লঘু হয় চিত্ত : সর্ব বিবাদ ভঞ্জন

হয় । জীবন সার্থক হয় ; দূরে যায়

কোভ, পরিতাপ ; ঘুচে যায় মৃত্যু ভয় ।

পুনরায় গীত ।

উৎখাপি মাটির এ প্রতিমা গড়ি',

তোমারে পূজিতে চাই, মা ঈশ্বরী ।

অমর কবির হৃদয় গভীর

ভাবায় যাহার দিতে নারে সীমা ;

খুঁজিয়ে বেড়াই অবোধ আমরা,

দেখি না আপনি দিলেছ মা ধরা,

দুয়ারে দাঁড়ায়ে, হাতটি বাড়ায়ে,

ডাকিছ নিয়ত করুণাময়ী মা ।

গৌতম । আর ভংগ নাই ; আর চিন্তা নাই ; আর
লিপ্সা নাই—ঈশা নাই ; ঘেঘ নাই ; আমি
পিতার নয়নতলে, জননীর ক্রোড়ে
লভিয়াছি অনন্ত বিরাগ । ‘বসি’ আজ
এ সমুচ্চ শৃঙ্গোপরি, দেখিতেছি চাহি’
পদতলে, পৃথিবীর হৃদয়, কোলাহল,
কুত্র লোভ, ঘণা হিংসা,—অনন্ত বিষয়ে ।
—কি ভাবিছ চিরজীব ?

চিরজীব ।

ভাবিতেছি প্রভু

দুঃসংস্কৃতভাবাবিজ্ঞানে প্রভুর
প্রভূত ব্যুৎপত্তি । যাহা সরল সহজ,
জটিল করিতে তাহে প্রভুর একপ
আশ্চর্য ক্ষমতা, যে সে অত্যন্ত অসুত ।

ইন্দ্রের প্রবেশ ।

গৌতম । একি তুমি এখানে ? আশ্রম হ’তে এতদূর এসেছ ?

ইন্দ্র । পরীক্ষা কোরে দেখলাম, শক্তি পেরেছি । যোগিবর—আজ
আমি গৃহে ফিরে যাচ্ছি ।

গৌতম । আরো দুদিন অপেক্ষা কর । আরও একটু বল পাও ।

ইন্দ্র । যথেষ্ট বল পেইছি । তোমার আগ্রহে তোমার জাগ্রৎ
শুশ্রূষায় আমি এখন সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ ক’রেছি । এখন জিজ্ঞাসা
করিতে পারি কি যে তুমি কে ?

চিরঞ্জীব । কেন সে খোঁজে তোমার দরকার কি ?

ইন্দ্র । আমার তুমি অনেক শুক্রবা ক'রেছো । তার যথাবিহিত পুরস্কার দিতে চাই ।

গৌতম । প্রয়োজন নাই । আমি সন্ন্যাসী মানুষ, আমার কিছুই অভাব নাই ।

ইন্দ্র । তুমি চাহিতে কুন্তিত হ'চ্ছ ? জেনো মহুষা, যে আমি ধনী ব্যক্তি । তুমি যা চাহো তা দিতে পারি ।

গৌতম । কিছুই চাহি না ।

ইন্দ্র । কিছুই চাহো না ? সত্য ?—তোমার নাম ?

গৌতম । আমার নাম গৌতম ?

ইন্দ্র । কি নাম ?

গৌতম । গৌতম ।

ইন্দ্র । “গৌতম” ? তোমার আবাস ?

গৌতম । বিথিলায় ।

ইন্দ্র । যে গৌতমের স্ত্রী অহল্যা আপনি কি সেই গৌতম ?

চিরঞ্জীব । হাঁ ইনি সেই গৌতমই বটে ;—সে বিষয়ে কি মহাশয়ের কিছু বক্তব্য আছে ?

ইন্দ্র । আপনি মহর্ষি গৌতম ?

চিরঞ্জীব । হাঁগো হাঁ—তুমি যে বৃকেও বৃক্তে চাও না হে ।

ইন্দ্র । জানো মহর্ষি আমি কে ?

গৌতম । জানি, তুমি দেবরাজ ইন্দ্র ।

চিরঞ্জীব । এবং অহল্যা দেবীর উপপতি ।

ইন্দ্র । এঁা—এঁা—অসম্ভব । কার কাছে শুনেছেন ?

গৌতম । তোমার কাছে ।

ইন্দ্র । কখন ?

গৌতম । অরের প্রলাপে ।

চিরঞ্জীব । আর আমি যে এত দিন তোমাকে হত্যা করি নি', সে এ মহাবির নিষেধে । কিন্তু অনেকবার অমুতাপ ক'রেছি, যে বনের মধ্যে তোমাকে অচেতন দেখে, শুশ্রূষার জন্য কাঁধে কোরে আলসে নিয়ে এইছিলাম ।

ইন্দ্র । [ক্ষণেক চিন্তার পর জাহ্নু পাতিয়া] মহাবি ! আমি আপনার কাছে যে অপরাধ ক'রিছি তা' যদিও ক্ষমার অতীত, তথাপি আপনার মার্জনা-ভিক্ষা ক'ন্তে পারি কি ?

চিরঞ্জীব । তা আর খার না ! ঐ যে প্রাণটা পেয়েছ তাই বাপের ভাগ্যি বোলে জেনো ।

গৌতম । চিরঞ্জীব . ক্ষান্ত হও—ইন্দ্র তোমার প্রতি আমার বিদ্বেষ নাই ।

চিরঞ্জীব । যাও অনেক পেয়েছো । এখন পালাও ।

গৌতম । যাও দেবরাজ, বিশ্বপতির ক্ষমা ভিক্ষা কর । যিনি তোমার আমার উভয়ের কর্তা, যাঁর কাছে ছোট বড় সব সমান । ক্ষমা ? আমি তোমাকে পূর্ণ অন্তঃকরণে মার্জনা ক'রেছি । দেবরাজ ! আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, তোমাকে আর কি দিব ? আশীর্বাদ করি—সুখ হও, সুখী হও ।

[ইন্দ্রের প্রস্থান]

চিরঞ্জীব । প্রভু ! আপনি একেবারে অবাক কোরেছেন ।

গৌতম । কেন চিরঞ্জীব ?

চিরঞ্জীব । এ রকম পাবও শত্রুকে আশীর্বাদ ? আমার কাছে ক'না আর্থনা ক'লে, আমি ওর টুটি টিপে ধোরে, ওরে সাত ঘাটের জল খাইয়ে এনে, জুতো মেয়ে, বিদায় কোরে দিতাম ।

তৃতীয় অঙ্ক ।]

পাখালী ।

[তৃতীয় দৃশ্য ।

গৌতম । শিষ্য । শত্রুকে নির্যাতন করা ধর্ম নয় ।

চিরঞ্জীব । না,—ধর্ম হ'চ্ছে শত্রুকে সন্দেশ খেতে দেওয়া ।

গৌতম । প্রতিহিংসা পিশাচ শত্রুকে দমন ক'র্ত্তে পারে, বিনাশ ক'র্ত্তে পারে, ভয় ক'র্ত্তে পারে । কিন্তু একমাত্র ক্ষমাই শত্রুকে মিত্র করে, নিরোহ করে, দেবতা করে । নির্যাতন নরকের ধর্ম, প্রতিহিংসা পৃথিবীর ধর্ম, ক্ষমা স্বর্গের ধর্ম ।

জনৈক রাজদূতের প্রবেশ ।

দূত । [গৌতমকে] আপনি কি মহর্ষি গৌতম ?

চিরঞ্জীব । হাঁ ইনি গৌতম বটে । তুমি কোন গগন থেকে নেমে এলে চাঁদ ?

দূত । [ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণত হইয়া] রাজর্ষি জনক আপনাকে এই পত্র পাঠায়েছেন । [পত্র প্রদান]

গৌতম । রাজর্ষি জনক ! দেখি ! [পত্র পাঠান্তর] চিরঞ্জীব, বড় শুভবার্ত্তা ! বড় শুভ বার্ত্তা !

চিরঞ্জীব । কি রকম !

গৌতম । রাজপুত্রী সীতার বিবাহ । রাজর্ষি নিমন্ত্রণ কোরে পাঠিয়েছেন । তোমরা কাল প্রত্যুষে যাবার জন্য প্রস্তুত হও । দূত ! তুমি পরিশ্রান্ত । আশ্রমে চল, সেবা কোরে ধন্ত হই ।

[নিজ্রাস্ত]

চতুর্থ দৃশ্য ।

স্থান—গৌতমের তপোবন । কাল—সায়াক্ষ ।

বিখ্যামিত্র, রাম ও লক্ষ্মণ ।

রাম । এই কি সে পুণ্যাশ্রম ?

বিখ্যামিত্র । এই পুণ্যাশ্রম
 গৌতমের । পরিত্যক্ত, ভগ্নচূড় আজি,
 আচ্ছন্ন উত্তিড়ে । ঋষি গিয়াছেন চলি',
 সুন্দর কৈলাসে—ছাড়ি' সংসার আশ্রম,
 অসীম বৈরাগ্যে । তাঁর প্রলুপ্ত পতিতা
 প্রেমসী অহল্যা নিকৃদিষ্টা ।

লক্ষ্মণ । কি সুন্দর,
 কি নির্জল ঘনচ্ছায়, নীরব, গম্ভীর,
 এই তপোবন প্রভু ।

বিখ্যামিত্র । ছিল রম্যতর
 সেই দিন এই তপোবন, যেই দিন
 মহর্ষি গৌতম আর অহল্যা তাপসী—
 ছিল অবিচ্ছিন্ন সুখে মগ্ন তপস্তায়
 এই বনগ্রামে ।

লক্ষ্মণ । —অতি করুণ কাহিনী
 অহল্যার ।

বিখ্যামিত্র । আজো মনে পড়ে সে নীরব
 সুগভীর শান্তি—স্বচ্ছ সমুদ্রের মত,
 মিষ্ট নিব্বরের মত । আজো মনে পড়ে

সে পবিত্র যুগ্মমূর্তি—নীলাকাশ বক্ষে
 পূর্ণিমা-জ্যোৎস্নার মত । আজো মনে পড়ে
 সেই সন্মিলিত কণ্ঠে সমুখিত গীত,—
 যুদঙ্গের সহ বীণাধ্বনি ।

[নেপথ্যে যন্ত্রণা শব্দ]

রাম ও লক্ষ্মণ ।

ও কি শব্দ !

বিখ্যামিত্র । সত্যই ত । বেন রমণীর কণ্ঠস্বর ;
 চল দেখি গিয়া ।

লক্ষ্মণ ।

ও কে বৃক্ষ অন্তরালে

পাণ্ডুরা রমণী ?

বিখ্যামিত্র ।

কই !

লক্ষ্মণ ।

ওই সন্নিকটে ।

বিখ্যামিত্র । সত্য বটে ; ওকে নারী ! এ কি ! হরি ! হরি !
 এ কি অহল্যা !

অহল্যা ।

[অগ্রসর হইয়া] হাঁ, আমি অহল্যা । কে তুমি
 পথিক !

বিখ্যামিত্র ।

অহল্যা ! তুমি এখানে ?

অহল্যা ।

হাঁ আমি

এখানে । কে তুমি ডাকো পরিচিতসম
 অহল্যার নাম ধোরে ?

বিখ্যামিত্র ।

পারো না চিনিতে ?

আমি বিখ্যামিত্র !

অহল্যা ।

তুমি বিখ্যামিত্র ?—বটে—

চিনেছি । কি প্রয়োজন ?

চতুর্থ অঙ্ক ।]

পাষাণী ।

[চতুর্থ দৃশ্য ।

বিশ্বামিত্র ।

অতিথি ।

অহল্যা ।

অতিথি ?

কাহার ! গৌতম হেথা নাই ; একা আমি,—

ফিরে যাও ফিরে যাও ।—সেও এসেছিল

অতিথি বলিয়া । ঋষি ! যাও, ফিরে যাও ।

বিশ্বামিত্র ।

এ কি ! তোমাতে কত হেন দেখি নাই,

অহল্যা ! কোথা সে সৌম্য বদনমণ্ডল,

রক্তিম লজ্জার ? কোথা সে হাস্ত মধুর ?

অহল্যা ।

নাই, নাই ;—গেছে সব । গিয়াছে সে সব

গতুবে করিয়া পান । যাও, ঋষি ! যাও ;

কেন এ নিষ্কর্মে, এই দূর বনপ্রায়ে,

আসিয়াছ হেথা তাক্ত করিতে আমারে ?

বস্ত্র-পত্ত সম আমি হেথা বাস করি,

একাকী নিঃসঙ্গী দূরে । রহি না কণ্ঠে

কাহারো সুখের পথে । এক কপট

কাহারো ধারি না !—যাও—

একদিন করিতাম ভক্তি

কিন্তু আজি শ্রদ্ধা নাই

বিশ্বামিত্র ।

কি দোষ আমার ?

অহল্যা ।

দোষ : জানো না কি দোষ ?

ঘোরতর দোষ । তুমি কপট পুরুষ !

—এক মহা সত্য বিবেচনা করিয়াছি ঐতু !

“লক্ষট পুরুষ আতি” । তুমি ঋষি বটে,

তথাপি বিশ্বাস নাই ।—পুরুষ ত তুমি ।
আসিয়াছ বুঝি মম রূপ-লালসায় ?
 আর নাহি ভুলি ।—ওই মিথ্যা, প্রতারণা,
 ওই মৃদু হাসি, ওই একাগ্র চাহনি,
 ও বঙ্কিম গ্রীবা—সব বুঝি, সব জানি !
 বুঝা চেষ্টা যুনিবর !—গৃহে ফিরে যাও ।

বিশ্বামিত্র ।

অহল্যা ! কাহিনী তব জানি ; প্রতারণিতা
 তুমি দেবি, তাহা জানি । পরিত্যক্তা তুমি,
 তাহা নাহি জানিতাম । কিন্তু অভাগিনি !
 আমি আসি নাই আজি এ পুণ্য আশ্রমে
 প্রতারণা করিতে তোমারে ।

অহল্যা ।

কি বিশ্বাস ?

তুমি ত পুরুষ ।—সব পারে সে পুরুষ—
যুমন্ত পত্নীর গলে বসাইতে ছুরি,
কলঙ্কিতে পাতিব্রত্যা, পাশব বিক্রমে ;
নন্দ্র নবোচ্চার ; ছুঁড়ে দিতে বালিকার
প্রোফুটিত প্রেম-পুষ্প লোকাচার পদে,
বলি দিতে স্নেহভক্তি, কুধাৰ্ত্তের সুখে
দিতে ভ্রম ; তৃষাৰ্ত্তের সুখে বিষ দিতে ;
বিনাশিতে অহুকল্পা ; বধিতে বিশ্বাস ।

—সব পারে—

রাম ।

মৃদ্ধা, হতভাগিনী তাপসী !

হারারেছ বিশ্বাস মহুযো এতদূর ?
 এতদূর পতিভা কি ? কিবা ব্যর্থগার

হারিয়েছ জ্ঞান ?—মূর্খ দোষে অস্ত্রভনে,
যবে সে বিবেকশূন্য, কর্তব্য-শ্রুতি
পড়ে গর্তে !—মহুঘোর জন্ম এ জগতে
নহে ফুল খেলা দেবি !—সত্য, জীবন,
ব্রহ্মাণ্ডের আক্রমণ হইতে নিয়ত
করিতে হইবে রক্ষা ।—শত প্রলোভনে
করিবেই আকর্ষণ তোমারে সবলে ;
তোমার রাখিতে হবে, আপনারে বাধি ।
বাধ্য ও বিপত্তি আসি' করিবে দুর্গম
জীবনের বন্ধ সদা ; তোমার তাহারে
লজ্জন করিতে হবে, আপনার বলে ।
জীবন সংগ্রাম । যদি নিষ্ঠুর জগৎ,
তুমিও কঠিন হও ।

মহল্যা ।

হার ! শক্তি নাই ।

মাম ।

শক্তি নাই ? মৃত । শক্তি আছে ; ইচ্ছা নাই ;
বিবেক, উদ্যম নাই । প্রলোভনে নিজে
চরণ বাড়ায়ে দাও ; পরে কষ্ট হও,
বন্দী হও যবে সে শৃঙ্খলে ; সন্ধি কর
পাতকের সনে, পরে দেখে কষ্ট যবে
স্বর্গদ্বার, ক্রুদ্ধ হও ; স্বহস্তে রোপণ
কর নিজে বিষবৃক্ষ, পরে দন্দ কর
বিধাতার সঙ্গে, যদি না ফলে অমৃত ।

অমল্যা ।

সব সত্য কথা ।—কিন্তু বহে কি নিবারণ
তব মকডুমে ? কসে প্রান্তরে কুসুম ?

পশে কি সূর্য্যের জ্যোতি সাগর কন্দরে ?
 আরস্ত হইয়াছিল জীবন আমার
 প্রকাণ্ড প্রমাদে । হায় রাখিল বিধাতা
 পূর্ণ জ্যোৎস্না কেন ভগ্ন গৃহে ; পাপিয়ার
 অন্ধকারে ; ছড়াইল নির্জ্বল বিপিনে
 পুষ্পের স্নগন্ধ রাশি ?

রাম ।

হায় মৃত নারী !

এত দিন চিনিয়াছ বুঝি প্রেমিকের
 ঢল ঢল মুখ থানি, কুঞ্চিত চিকুর,
 সরল নাসিকা, দুটি পদ্মবিনিন্দিত
 আরক্ৰিম গণ্ড, দুটি লালসা-শিথিল
 ক্লকচক্ষু ; পূর্ণ পীন সরস অধর ?
 —হা মৃত ! চিনি নি তার গভীর হৃদয়,
 প্রেমের নিহিত বাধা, সংযত আগ্রহ ?
 —তাহা ছিল গৌতমের ! তাহা ঠেলিয়াছ
 চরণে ; অমূল্য রত্নহার কণ্ঠ হ'তে,
 উন্মোচন করি' ছুঁড়ে দিয়াছ তাপসি !
 গভীর সাগর গর্ভে ।—

অহল্যা ।

[ক্ষণেক চিন্তার পর] শিশু দার্শনিক !—

উদ্ভাসিত ধীর সোম্য পবিত্র আননে
 নবীন বসন্ত ; চক্ষু দুটি অবনত
 ধরণীর পানে গাঢ় ; অমুকম্পাতরে,
 বিনিস্কৃত ধীর কণ্ঠে বীণার বহর—
 যেন বর্ষে বরিষার শ্রামল জলধে

- দ্বিধ্ব বারিধারা—বল, কে তুমি স্নানর ?
- রাম । আমি রাম । দশরথ অযোধ্যার পতি,
আমি তাঁর পুত্র ।—ইনি কনিষ্ঠ আমার ।
- অহল্যা । রাজপুত্র তুমি ! রত্ন কাঞ্চন তোমার
অক্ষয় ভাণ্ডারে কিন্তু হেন রত্ন নাই
সে ভাণ্ডারে—তব এই উপদেশ-বাণী
মহার্য যেকল্প ।—তুমি দেব-নাগায়ণ,
দাও শ্রীচরণ-ধূলি ।—ক্ষমা কর প্রভু ! [চরণধারণ]
- রাম । আমি কি করিব ক্ষমা ?—ক্ষমা চাহো তাঁর,
যাঁহার অনন্ত-প্রেম, অনন্ত নির্ভর,
বিনিময়ে আপনার নীচ হৃদয়ের,
দিয়াছ কাঠিগু ; হানিয়াছ বজ্র-শেল
যাঁহার কোমল-বক্ষে—তব ব্যভিচারে ।
বাও মা তাঁহার ক্ষমা চাহো । চাহো পরে,
বিধাতার ক্ষমা—যাঁর মঙ্গল নিরম
তাজ্জিলো, অসীম-গর্বে ঠেলিয়াছ পদে—
নবীন-যৌবন-মদভরে ।
- অহল্যা । তিনি করিবেন ক্ষমা ?
- রাম । জানি না তাপসি ।
তথাপি চাহিয়া থাকো মোন প্রার্থনার ।
- অহল্যা । তাহাই হইবে ।—প্রভু ! করিলে উদ্ধার
অহল্যারে আজি । চল, আমার আশ্রমে,
করিব আতিথা-পূজা—সামুখ তোমার,
কেশব !—[বিখ্যামিত্রকে] মহর্ষি চল আমার কুটীরে
[সকলে নিজাস্ত]

পঞ্চম অঙ্ক ।

—:—

প্রথম দৃশ্য ।

স্থান—গরিপথ । কাল—মধ্যরাত্রি ।

চিরঞ্জীব । [স্বগতঃ] খুব ফাঁকি দিইছি ! ছুঁড়টা আমাকে কি
ঘুমোতে দেবে ?—চার দিকে আটঘাট বন্ধ কোরে বুঝি ভদ্রলোকে
ঘুমোতে পারে ! মিথিলায় বেতে যেতে পথে কি এমনও প্রবল জ্বর
এলো ! গৌতম আর মাধুরী শেবে গিয়ে কিনা এক অতিথিশালায়
আশ্রয় নিলে । বেশ জ্বক হ'য়েছে কিন্তু । [হাস্ত] অতিথিশালা !—
কোথায় অতিথিশালা ?—তুঁড়ির দোকান ! খুব পালিইছি । জ্বীটা
বলে—বাইরে যেও না, জ্বর বাড়বে । আঃ—! এমন ঠাণ্ডা বাতাস,
এতে পোড়ার অস্থি যদি বাড়ে ত বাড়ুক !—বোধ হ'চ্ছে যেন আমি
একদিন এই জ্বরগাটায়ই মাধুরীকে ধাক্কা মেরে পগারে ফেলে
দিয়ে পালিইছিলাম । মাধুরীর তা মনে নেই । সাথে কি বলি
মেরে মাহুব বোকার জাত ! আহার নেই, নিদ্রা নেই, বিরাম
নেই, বাক্য নেই—দিবারাত্রির আমার সেবাই ক'চ্ছে ।—ঘুম
থেকে উঠে দেখি, আমার শিওরে হাঁ কোরে জেগে বোসে আছে ।
মেরে মান্ধে এতও পারে বাবা !—এবার কিন্তু খুব পালিয়ে এইছি ।
চোরে দেখি কি না মাধুরী ঢুলছে ; অমনি আমি উঠে, পা টিপে টিপে
বেরিয়ে, বাইরে এসে ভেঁা দোড় !—ভারি ঠাণ্ডা বাতাস—শীত ক'চ্ছে
১০৪]

[পঞ্চম অঙ্ক।]

পাখাগী।

[প্রথম দৃশ্য।

যেন। এখানে একটু পেট ভরে' ঘুমিয়ে নেওয়া যাক।—ঐ যে
আবার আসে কে! মাধুরী দেখছি! এই মাতী কোরেছে দেখছি।—
"যেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই সন্ধ্যা হয়।"

মাধুরীর প্রবেশ।

মাধুরী। প্রভু! এখানে?

চিরঞ্জীব। [বিরক্তভাবে] এখানে নয় কি সেখানে!

মাধুরী। চল চল ঘরে চল।

চিরঞ্জীব। না—যাবো না।

মাধুরী। জর বাড়বে।

চিরঞ্জীব। তোর তা'তে কি? আমি এখানে খাড়া হোয়ে বোসে
ম'রব। তোর তা'তে কি?

মাধুরী। ছি: প্রভু! চল।

চিরঞ্জীব। দেখ্ বিরক্ত করিস্ নে বলছি।

মাধুরী। তুমি ঘরে চল—

চিরঞ্জীব। আবার ক্যাছ্ ক্যাছ্ আরস্ত ক'লি? কেন যদি বিরক্ত
ক'রিস্—! আ:।—[শরন]

মাধুরী। ছি:! ওঠ। [খরসা উঠাইবার চেষ্টা]

চিরঞ্জীব। উঃ! শীত ক'ছে যেন—[কম্পন] ওরে এ কি
হোলো?—

মাধুরী। কি হোলো?

চিরঞ্জীব। আমার ভারি হাসি পাচ্ছে [হাস্ত]—না রে না, হাসি
পাচ্ছে না। তবে কি পাচ্ছে?

মাধুরী। কি পাচ্ছে?

চিরঞ্জীব । —ঘুম পাচ্ছে । শোন, বোস্ দেখি, তোর কোলে মাথা দিয়ে ঘুমুই, আর তুই মাথার ওপরে কু-হ—কু-হ—শব্দ কর দেখি ।

মাধুরী । তা ক'রু—আগে বাড়ী চল ! ওঠ—

চিরঞ্জীব । দেখ মাধুরী আমি একটা ভারি ধোঁকায় পড়িছি ।

মাধুরী । কি ধোঁকা ?

চিরঞ্জীব । ধোঁকাটা হ'চ্ছে এই, যে ঈশ্বর পুরুষকে পুরুষ আর মেয়েমানুষকে মেয়েমানুষ কোরে সৃষ্টি ক'রেন কেন ? যদি পুরুষকে মেয়েমানুষ কোরে, আর মেয়েমানুষকে পুরুষ কোরে সৃষ্টি ক'র্তেন তা'লে—আঃ কি মজাটাই হোত । না ?

মাধুরী । হাঁ তা'লে বেশ হোত । এখন ঘরে চল ।

চিরঞ্জীব । নাঃ—তুই ঘুমোতে দিবি নে । একটু আরাম ক'র্তে এলেম ত কানের কাছে এসে ঘ্যানর ঘ্যানর—চল বাড়ীই চল । এত রাত্তির পর্য্যন্ত নিভের চোখেও ঘুম নেই—আমাকেও কি ঘুমোতে দেবে ! চল । [গমনোচ্ছত]

মাধুরী । আমার ঘাড়ের ওপর ভর দিয়ে চল ।

চিরঞ্জীব । [যাইতে যাইতে] আচ্ছা পাহারা সৃষ্টি ক'রেছো দরামর ! চল । [উভয়ে নিঃশব্দ]

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

স্থান—নন্দন-কাননে মন্দিরানী-তীর । কাল—জ্যোৎস্না রাত্রি ।

[দূরে উচ্চ আলোকিত কক্ষ । নদীবক্ষে তরঙ্গী বাধা ।

ইন্দ্র একাকী]

ইন্দ্র । গাইছে কিররী, নাচে অঙ্গরা নর্তকী,

উঠে অট্টহাস্ত, বাজে মৃদঙ্গ মন্দিরা ;—

অদূর সমুচ্চ কক্ষে, দীপ্ত দীপালোকে ।
 আর আমি ভ্রমি প্লথ চরণ বিক্ষেপে,
 কম্পিত-হৃদয়ে, কেন একাকী, নিৰ্জনে,
 নন্দন-কাননে, নদী মন্দাকিনী-তীরে,
 চক্সালোকে ? কেন আজি সহিতে না পারি
 উৎসব, উল্লাস, দীপ, উচ্চ হর্ষধ্বনি,
 সঙ্গীত, রমণীমঙ্গল ?—কীণ জ্যোৎস্নালোক
 তাও ঠেকে তীব্র, পাপিয়ার কণ্ঠস্বর
 হানে বক্ষে তীক্ষ্ণ শেল, মলয়-সমীর
 যেন গাত্র দাহ করে ।

—অস্তরে অস্তরে,

জলে তুষানল । দূর হৃদয় নিভুতে,
 উঠে মর্ষভেদী দীর্ঘশ্বাস ।—কি করিব ।
 কিসে নিভিবে এ বহি ? কে বলিয়া দিবে,
 এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি ? অনন্তকাল
 জর্জরিত হইব কি তীব্র অমৃতাপে ?

[নিস্তব্ধ]

—অহল্যার পতি হেন মহাত্মা গৌতম ?
 সে যজুযা, আর আমি দেবতা ? হা ধিক্ !
 বিধির বিচার এই ।—[জামু পাতিয়া] হে মহাপুরুষ !
 প্রকৃত তপস্বী তুমি ; বিপুল, উদার,
 নিকাম, নিঃস্বার্থ, চির-স্বরণীয় তুমি ।—
 এই যে আসিছে শচী । [উত্থান]

শচীর প্রবেশ ।

শচী । [আলোকিত কক্ষের প্রতি চাহিয়া]

—চ'লেছে সঙ্গীত,

চ'লেছে উৎসব, এই মধ্যাহ্ন-নিশীথে,

উজ্জ্বল বিলাস-কক্ষে—ছি ছি, লজ্জা নাই !

—বহিছে শীতল মন্দ সুরভি সমীর ।

বসি এই মন্দাকিনী-তটতলে ।

ইন্দ্র । [অগ্রসর হইয়া] শচি !

শচী । [চমকিয়া] এ কি তুমি !

ইন্দ্র । আসিয়াছি তব প্রতীক্ষায় ।

শচী । এত অমুগ্রহ ? নাথ ! কৃতার্থ কিঙ্করী ।

কিরিয়া বাইতে দাও প্রভু, পথ ছাড় ।

[গমনোদ্যত]

ইন্দ্র । শচি !

শচী । লজ্জা নাই ? কোন্ স্বপ্নে পুনরায়
নাম ধোরে ডাকো মোর ?

ইন্দ্র । শুন সত্য বাণী—

শচী । চাহি না শুনিতে আর—হার দেবরাজ !
দেবী ছাড়ি' মানবীতে লোভ ? পরিণামে
জানি না আরো কি আছে তোমার নিগ্রহ ।
উর্দ্ধশী, মেনকা, রক্তা সঙ্গে নৃত্য কর,
মত্ত সুধাপানে, তাহা সহ করিয়াছি—
তাহারা দেবতা । শেষে মানবীর পদে

ब्रह्म ।]

પાયાની ।

(ਖਿਡੀ, ਖੁੱਤ ।

নামিয়াছ যেই দিন—সেই দিন তব
ঘুচেছে দেবত্ব ।

ইন্দ্র । সত্য, অহল্যা মানবী ;
তথাপি ইন্দ্রাণী ! সত্য, অপরা-সম্ভব
রূপ অহল্যার । মুখ সেই প্রলোভনে,
করিয়াছি পাপ ।

শচী । রূপ অঙ্গরা-সম্ভব
হোক তার, তথাপি সে মানবী । তাহার
স্পর্শে কলুষিত তুমি—স্পর্শ করিও না
পুলোম-কঙ্কারে আর ।

[বোম্বেতে গ্রহণ]

ইন্দ্র । চিরদিন এই পরিণাম
অবৈধ লিপ্সায় ।—তীব্র কণিক সন্তোষ,
 পরিশেষে ঘন দীর্ঘ অবসাদব্যাধি—
 শাস্তিহীন, সুখিহীন । তুচ্ছ প্রলোভনে
 পতিত, জড়িত, পত্নী-প্রণয়-বিচ্যুত,
 পরিণামে ।

যাদন ও রক্তির প্রবেশ ।

ইচ্ছ। হার! এত বিলম্বে মদন?
চলিয়া গিয়াছে শচী।

মদন । কি করিব প্রভু,
 বিলম্ব রত্নির জন্ত । প্রহর অতীত
 কেশ-বেশ-বিক্রাসে তাহার ।

রতি ।

চিরকাল

রমণীর এ অখ্যাতি । এ বেশ-বিতাস
কার জন্ত প্রাণেশ্বর ?

ইন্দ্র ।

চলিবে রূপসি !

দাম্পত্য-কলহ কতক্ষণ ?

রতি ।

যতক্ষণে

ইন্দ্র ইন্দ্রাণীর দ্বন্দ্ব সমাপ্ত হইল

এ দূর নির্জন বনে ।

মদন ।

কিরূপ ইন্দ্রাণী ?

ইন্দ্র । তপ্তলৌহবৎ ।

মদন ।

পরিসমাপ্ত নাটিকা

হইবে নিতান্ত দেখি শয়ন-মন্দিরে ।

চল দেবরাজ ! তুন, কোন চিন্তা নাই,

রমণীর চিরদিন এবিধ বিধি—

ক্ষণেক গর্জন, পরে ক্ষণেক বর্ষণ,

পরিশেষে শান্তি,—চল, বিলাস-ভবনে ।

ইন্দ্র ।

ভাল নাহি লাগে আর । শিরায় শিরায়

বহিছে অনলস্রোত । মৃত্তিকে, হৃদয়ে,

পাষাণের ভার ।

মদন ।

প্রভু ! চিন্তা কর দূর ;

প্রেমের এ পরিণাম চিরদিন তাহা,

পূর্বে বলি নাই ? ক্রমে ষিতাইবে বারি ;

এখন বিলাস গৃহে চল—চিন্তা নাই,

শয়ন-মন্দিরে দিব ইহার ঔষধি ।

এক দল সম্মিত রাজভৃত্যের প্রবেশ ।

১ ভৃত্য । গারের জোর বটে ।

২ ভৃত্য । হাঁ ধমুক গাছটা একবারে পট্ট কোরে ভেঙ্গে ফেলে ।

৩ ভৃত্য । ছেলেটাকে দেখে গারে খুব জোর আছে বোলে বোধ না ।

২ ভৃত্য । রাজার মেয়ের শেষে কি না এই নেড়ে পুতুরের সঙ্গে বিয়ে !

১ ভৃত্য । চল, চল—মুখ সামলে কথা কোন্ ।

[ভৃত্যদ্বিগের প্রস্থান]

অহল্যা । তিনি কি আর আমাকে তেমন ভালবাসবেন ? আমি ব্যাভিচারিণী, আমি হতভাগিনী, আমি বিশ্বাসভ্রষ্টা, আমি কি সাহসে তাঁর সম্মুখে দাঁড়াবো ? কি সাহসে তাঁর কমা চাইব ?

একদল পুরোহিতের প্রবেশ ।

১ম পুরোহিত । তা ত হবেই । মণিকাঞ্চন যোগের কথা শাস্ত্রেই আছে ।

২য় পুরো । রেখে দাও শাস্ত্র ! শাস্ত্রের কি ধার ধারো বাপু ?

১ম পুরো । ধার ধারি না ! পুরাণ, উপপুরাণ, বেদ, বেদাঙ্গ, দর্শন, মন্ত্র এ সব কণ্ঠস্থ ।

৩য় পুরো । আরে এত চোঁচাও কেন !

৪র্থ পুরো । রাজা দশরথকে আস্তে লোক গিয়েছে ?

৩য় পুরো । ও গো গিয়েছে গো গিয়েছে । তাঁর পুত্র রামের বিয়ে, তাঁকে আস্তে লোক বাবে না ?

১ম পুরো । গৌতমকে নিমন্ত্রণ পত্র দিইছিল যে, তিনি এসেছেন ?

২য় পুরো । হাঁ, এসেছেন ।

৪র্থ পুরো । রাজবাড়ীতে এতক্ষণ চর্যা চোষা লেহু পেয় ক'ছেন ।

৩য় পুরো । আরে অত চেঁচাও কেন ছাই ?

১ম পুরো । লোকটা বড় মুন্ডে গিয়েছে ।

৪র্থ পুরো । তা আর যাবে না । এই কেলঙ্কারীটা !

৩য় পুরো । বলি, একটু আস্তে চেঁচাও না ।

[পুরোহিতদিগের প্রস্থান]

অহল্যা । একি শুনছি ? তিনি এসেছেন ? এসেছেন ? আমি
কি ক'রছি ! যাই তাঁর পায়ে তলে প'ড়ে তাঁর ক্রমা ভিক্ষা করি ।
তিনি প্রেমময়, তিনি দয়ার সাগর, তিনি ক্রমার প্রতিমা—ক্রমা
ক'র্ত্তেও পারেন । যাই,—যাই ।

[প্রস্থান]

চতুর্থ দৃশ্য ।

স্থান—জনকের রাজসভা-কক্ষ । কাল—প্রহরাভীত প্রভাত ।

[জনক, গৌতম, শতানন্দ ও বিশ্বামিত্র]

গৌতম । ধন্ত হইলাম আমি । মরি কি মধুর

সজল-জলদ-মূর্ত্তি ! রাজর্ষি জনক !

যোগ্যতর পাত্রে স্তম্ভ হইত না কভু

সুন্দরী জানকী সীতা । শোভে কি তড়িৎ

বিনা নব-জলধরে । শোভে কি সূক্ষর

শ্যামলপল্লব বিনা চম্পক-কলিকা ?

জনক । সম্পূর্ণ হইল ক্রিয়া তব আগমনে

বজ্রবর !

গৌতম :—বহুদিন ছিলাম প্রবাসে,
 আচ্ছন্ন গভীর সুখে, ভুলিয়া কর্তব্য,
 দূর সংসারের প্রতি ; ছিলাম নির্জনে,
 স্বার্থবিহীন আমি ।—পত্র তোমার, সুদৃশ্য,
 হৃদয়ে জাগায়ে দিল অতীতের স্মৃতি
 পুনর্ব্বার !

মাধুরীকে টানিয়া চিরঞ্জীবের প্রবেশ ।

চিরঞ্জীব । এই নেও ! এই মায়াবিনী ।

বিখ্যামিত্র । একি চিরঞ্জীব ? কেন রাজসভাস্থলে,
 করিতেছ আপনার পত্নীর নিগ্রহ ?

চিরঞ্জীব । মায়াবিনী মন্ত্র জানে ! আমি চিরদিন,
 করিয়াছি অনাস্থা তাহারে ; বিনিময়ে,
 সে করে আমার পূজা ।—কহি কটুভাষা,
 মায়াবিনী হাসে ।—আমি নির্দয় প্রহার
 করিয়াছি, কাদে নারী নিঃশব্দ বিলাপে ।
 —আমি তারে জনহীন প্রান্তরে, নিশীথে,
 করিলাম পরিত্যাগ, কৈলাসের পথে ;
 পরে কল্প আমি যবে, মিথিলার পথে,
 নিদ্রিত,—চাহিয়া দেখি পিশাচী ভাগ্নে,
 শিয়রে বসিয়া সেবা করিছে নীরবে ।
 —মায়াবিনী মন্ত্র জানে,—বাঁধিয়াছে প্রভু,
 এ পেশল বাহু, এই পাষণ হৃদয়,

পাশব প্রবৃত্তি মোর, কোন্ মন্ত্রবলে,
জানি না । অথচ আমি পিশাচীর দাস,
আজি কারমনোবাক্যে ।—অহো ! কি হুর্গতি
পুরুষের ! [বসিয়া পড়িয়া ক্রন্দন]

জনক । আচ্ছা, যাও চিরঞ্জীব ! আমি
করিব বিধান দণ্ড । [মাধুরীর প্রতি] মায়াবিনি ! তুমি
আজি হ'তে এই পাপে, মহিষীর সখী,—
যাও অন্তঃপুরে । যাও চিরঞ্জীব ।

[উভয়ের বহির্গমন]

গৌতম । হরি !
দয়াময় ! তুমি ধন্ত ! সিদ্ধ এতদিনে
মাধুরীর মহতী সাধনা ।

দশরথের প্রবেশ ।

জনক । [গোমতকে] বন্ধুবর !
ইনি বৈবাহিক মম, অযোধ্যার পতি,
দশরথ । [দশরথের প্রতি] মহারাজ ! ইনি বন্ধুবর,
মহর্ষি গৌতম ।

[দশরথ গৌতমকে প্রণাম করিলেন । গৌতম দশরথকে
আশীর্বাদ করিলেন]

দশরথ । মহারাজ ! এইক্ষণে,
আসিতে প্রাসাদে সখে, দেখিলাম পথে,
অত্যাশ্চর্য্য দৃশ্য এক,—উদ্বাদিনী নারী ।

গৌতম । উদ্বাদিনী !

দশরথ ।

উন্মাদিনী । কথ গোর তথু,
আপাদলদিত শুভ্রকেনী । চক্ষু দুটি
জলভরে নত । স্বচ্ছ স্থাম ললাটে,
অঙ্কিত গভীর দুঃখ-কাহিনী-কালিমা ।
গাইছে কিররীকণ্ঠে, কি সজ্জীত সখে,
কি গৃঢ় বেদনাপ্লুত, কি গাঢ়, মধুর,
উৎকট, স্বর্গীয় ধ্বনি ।—অনন্ত বাসনা,
সঙ্গে তার বিজড়িত অনন্ত, অসীম,
স্বর্গীয় হতাশা ।—হেন মূর্ত্তি দেখি নাই,
হেন গীত শুনি নাই কভু ।

গৌতম । [অর্দ্ধস্বগত] উন্মাদিনী !

[বাহিরে গীতের শব্দ]

দশরথ । ওই আসে । বুঝি নারী আসিছে এখানে ।

অহল্যার প্রবেশ ও গীত ।

আর একবার ভালবাসো, বাসতে যেমন আগের দিনে ।

ঘুমন্ত প্রাণের ব্যথা আবার জাগিছে প্রাণে ।

একবার নাথ তুলে ধর, হৃদয় হৃদয়'পর হে,

শান্ত হোক প্রাণ বাহে, আজ শত তীক্ষ্ণ শেল ছানে ।

তোমারি হারানো বাঁশী লুঠার ধরণী' পর,

মলিন—তোমারি তবু, আদরে তুলিয়া ধর ;

ভাঙা চুরা প্রাণের বাঁশী, তেমনি কোরে আজ রে ;

নাথের করে, মধুর স্বরে, বাজ রে—বাজ রে ।

গৌতম । অভাগিনী—এ বেশ !—এ দশা !—

অহল্যা । অভাগিনী !

সত্য, অভাগিনী আমি ! বড় অভাগিনী,
বড় কলঙ্কিনী, বড় পাপীয়সী, বড়
পাতকিনী আমি প্রভু !—

গৌতম । হায় প্রিয়তমে !

অহল্যা । “প্রিয়তমে !” আজি মোরে এই সম্ভাষণ ?
একি উপহাস ! কিম্বা এখনো মহর্ষি
চিন না আমারে বুঝি ?

গৌতম । চিনি প্রাণেশ্বর !

অহল্যা । না চিন না—ডাকিতেছ তাই সে মধুর,
সে স্নেহগদ্যদ্বন্দ্বেরে । তাই প্রেমভরে
প্রসারিছ বাহু ।—যদি চিনিতে, ঘৃণার
কিরাইতে মুখ, মোরে কহিতে কর্কশ,
কিবা দিতে খেদাইয়া দূরে পদাঘাতে ।

গৌতম । অহল্যা—

অহল্যা । অহল্যা নহি ;—পাষাণী—পাষাণী,
ষিচারিণী, পুত্রহন্ত্রী, ঘাতিকা, পিশাচী
—শোন ইতিহাস—এমনি সে ইতিহাস—
তার ছত্রে ছত্রে গাঢ় কলঙ্কের রাশি ;
অকরে অকরে তার পুঞ্জীভূত পাপ ।
—পূর্বে শোন ইতিহাস—

গৌতম । শুনিতে চাহি না,

সব জানি !—প্রতারিতা, প্রলুকা, পতিতা,

প্রেমসী আমার !—তব এই শীর্ণ তরু,
এ পাণ্ডুর মুখ, এই কোটর-নিহিত
চক্ষুর অপাঙ্গে ঘন গভীর কালিমা,
কহিছে সে ইতিহাস ।—

অহল্যা ।

নরকের আলা—

নরকের আলা, প্রভু, কতবর্ষ ধরি,
সহিয়াছি দিবারাত্র ; তীত্র যজ্ঞাশ্রম
পাষাণী হইয়া গেছি অন্তরে অন্তরে ।
একদা সহসা শেষে বিকুর কুপার,
হইল চৈতন্ত । শুক পাষণ ভেদিয়া,
ঝরিল নিঝর, বজ্রদণ্ড দীর্ণ তরু
মুঞ্জরিল পত্রপুষ্পে ।—কি আর বলিব !
যদি জানো সব নাথ, কি আর বলিব !
—জীবন-সর্বস্ব মোর ! বুঝিয়াছি ভ্রম
এতদিনে ! ক্ষমা কর ।—ধর্ম্মের প্রতিমা,
পুণ্যের কাহিনী তুমি, দয়ার সাগর,
স্বর্গের দেবতা ।—আর আমি পাণ্ডুরসী,
মূঢ়, কুদ্র, ঘৃণ্য নরকের কীট ।—আমি
ভাসিয়াছি বিশ্বাস ; চরণে ঠেলিয়াছি
কর্তব্য ; প্রেমের পায়ে ঢালিয়াছি বিব ।
—আজি বুঝিয়াছি ভ্রম ।—ক্ষমা কর ।

অতানন্দ ।

—ক্ষমা ।

যে নারী বিনাশ করে বিশ্বাস, প্রণয়,
সে ক্ষমার যোগ্য নহে ।—হার পিতৃদেব !

যে দাম্পত্য প্রেম ভিত্তি সমাজের, মূল
সর্ব্ব কর্তব্যের, যেই সে দাম্পত্য প্রেম
স্বহস্তে নির্মূল করে, সেই পাপীয়সী
ক্ষমাযোগ্য নহে । পিতা—ভৃগুর বিধান—
যোগ্য শাস্তি, প্রাণদণ্ড, কুলটা নারীর;—
হোক সে স্বকীয় পত্নী অথবা জননী ।

গৌতম । ক্ষান্ত হও প্রিয়তম ! শাস্তি দিব ?—হায় !
আকণ্ঠ নিমগ্ন পাপে আমি মুঢ়মতি,
দুর্কল মনুষ্য নিজে, সাধ্য কি আমার,
কর্তব্যস্থলিত, মূঢ়, মনুষ্য উপরি’
বসিব বিচারাসনে ।

[অহল্যা-প্রতি]—এস অভাগিনি !
বিধির সুবিধি এই,—আজি পাইলাম
বাহা পূর্বে কভু পাই নাই—প্রিয়তমে !
তোমাতে প্রথম দিন হৃদয় ভিতরে ।
এস প্রপীড়িতা পরিত্যক্তা প্রাণেশ্বরী !
এস বাণ-বিদ্ধ মম পিঞ্জরের পাখী,
হৃদয়পিঞ্জরে ফিরে এস ! [অহল্যাকে বক্ষে ধারণ]

বিশ্বামিত্র ।

এত উচ্ছে ?

এত উচ্ছে তুমি ? এত পবিত্র, মহৎ ?
এত ক্ষমাশীল ? এত উদার ?—ব্রাহ্মণ !
অবনত করি শির ।—রাজর্ষি জনক ।
বলেছিলে অতি সত্য কথা, বুঝিগাছি,
লভি নাই ব্রাহ্মণত্ব ! জেনেছি তাহার

পঞ্চম অঙ্ক ।]

পাষাণী ।

বহু নিয়ে পড়ে' আছি । বিশ্বামিত্রে দিক্,
লক্ষ ব্রাহ্মণে দিক্ ! তলস্তায় দিক্ ।

জনক । ধন্য এ চরিত্র, যার সংস্পর্শ কুহকে,—
বারাঙ্গনা সতী হয় ; দম্ভা সাধু হয় ;
পঙ্কিল পবিত্র হয় ; কামুক লম্পট
জিতেন্দ্রিয় হয় ; গর্ব্বী নত করে শির ।
যে, স্পর্শমণির মত, পথের কর্দ্দমে
স্বর্ণে পরিণত করে ; পাবকের মত
ভস্ম করে আবিল হুর্গন্ধ ; পুণ্যতোরা
জাহ্নবীর মত, ধোত করে আবর্জনা ।

অহল্যা । নাথ ! তব পুণ্যতেজে আজি অন্ধ আমি,
কোথা তুমি ? কতদূর ? সঙ্গে কোরে লও ।

[সকলে নিঃশব্দ]

পঞ্চম দৃশ্য ।

স্থান—অলৌকিক প্রমোদ-মণ্ডপ । কাল—নিশা ।

[রামসীতার যুগলরূপ]

সম্মুখে অঙ্গরাদিগের নৃত্যগীত ।

যাচ্ছে বোয়ে প্রেমের সিন্ধু উঠছে পড়ছে প্রেমের ঢেউ ;—
 কেউবা খাচ্ছে হাবুড়বু, ভেসে চোলে যাচ্ছে কেউ ।
 কারো বক্ষে এ প্রেম আনে অবিচ্ছিন্ন পরম সুখ ;
 মর্মান্বাহে রয়ে এ প্রেম কারো বক্ষে জাগরুক ।
 প্রেমে লিপ্সা, প্রেমে ঈর্ষা, প্রেমে পুণ্য পরিণয়, ;—
 কারো ভাগ্যে বিষের ভাণ্ড, কারো ভাগ্যে সুধাময় ;
 প্রেমের টানে টেনে আনে জনার্দনে ধরায় জীব,
 পাগল, উদাস, শ্মশানবাসী প্রেমে ভোলা সদাশিব ।
 কেউবা প্রেমে সর্বব্যতী, কেউবা চাহে উপভোগ ;
 কারো পক্ষে প্রেম আসক্তি, কারো পক্ষে মহাযোগ ;
 প্রেমে জন্ম, প্রেমে মৃত্যু, প্রেমে সৃষ্টি, প্রেমে নাশ ;
 প্রেমের শব্দ উঠে মত্তে, প্রেমে স্তব্ধ নীলাকাশ ।



